BCS প্রিলি. লেকচার শিট বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

লেকচার ০৭

Lecture Contents

- ণ-ত্ব বিধান
- ষ-ত্ব বিধান
- প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ
- বানান শুদ্ধিকরণ
- বাক্য শুদ্ধিকরণ

ণ-ত্ব বিধান

বাংলা ভাষায় সাধারণত মূর্ধন্য-ণ ধ্বনির ব্যবহার নেই। কিন্তু বাংলা ভাষায় বহু তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ আছে যেখানে মূর্ধন্য-ণ এবং দন্ত্য-ন ব্যবহারের কিছু নিয়ম আছে। তৎসম শব্দে ব্যবহৃত দন্ত্য-ন এবং মূর্ধন্য-ণ বাংলা ভাষায় অবিকৃতভাবে রক্ষিত হয়। তৎসম শব্দের বানানে 'ণ' এর সঠিক ব্যবহারের নিয়মই ণ-ত্ব বিধান।

প্রশ্ন: ণ-ত্ব বিধান কাকে বলে?

উত্তর: যে বিধি অনুসারে তৎসম শব্দে 'ণ' এর ব্যবহার হয় এবং অতৎসম শব্দে 'ণ' এর ব্যবহার না হয়ে 'ন' এর ব্যবহার হয়, তাকে ণ-ত্ব বিধি বা ণ-ত্ব বিধান বলে।

✪ তৎসম শব্দে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে দন্ত্য-ন পরিবর্তে মূর্ধন্য-ণ ব্যবহৃত হয়।

✪ নিম্নে মূর্ধন্য-ণ ব্যবহারের কিছু নিয়ম প্রদত্ত হল:

১। ঋ, র, ষ, ক্ষ এর পরে দন্ত-ন থাকলে তা মূর্ধন্য 'ণ' হয়।
যেমন- তৃণ, মৃণাল, চূর্ণ, স্বর্ণ, দূষণ, ভীষণ, ক্ষীণ, ক্ষণিক।

২। ট-বর্গীয় ধ্বনির (ট, ঠ, ড, ঢ, ণ) আগে দন্ত্য-ন ব্যবহৃত হয়ে যুক্ত ব্যঞ্জন গঠিত হলে সব সময় দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয়।
যেমন- কাণ্ড, গণ্ড, প্রচণ্ড, বণ্টিত, অকুণ্ঠিত, ভূলুণ্ঠিত, ঘণ্টা, উৎকণ্ঠা।

৩। প্র, পরা, পরি, নির – এ চারটি উপসর্গের পর দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয়।
যেমন- প্রণয়, প্রণত, প্রণীত, প্রবণ, প্রবীণ, পরিণত, পরিণতি, নির্ণয়, নির্বাণ। আবার অপর, পরা, পূর্ব, প্র এই কয়টি পূর্বপদের পর অহ্ন যুক্ত হলে দন্ত্য ন এর জায়গায় মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন- পূর্ব + অহ্ন = পূর্বাহ্ণ, অপর + অহ্ন = অপরাহ্ণ, পরা + অহ্ন = পরাহ্ণ।

৪। ঋ, র, ষ এর পরে যদি স্বরবর্ণ, ক-বর্গ (ক, খ, গ, ঘ, ঙ), প-বর্গ (প, ফ, ব, ভ, ম) এবং (য় ব হ ং) বর্ণ গুলোর এক বা একাধিক বর্ণ থাকলে তার পরের দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয়।
যেমন- গ্রামীণ, কৃপণ, অর্পণ, চর্বণ, গ্রহণ, দ্রবণ, রামায়ণ, ব্রাহ্মণ।

ণ-ত্ব বিধান প্রযোজ্য নয়

৫। বিদেশি শব্দে ণ-ত্ব বিধান প্রযোজ্য নয়। যেমন- ইরান, কোরআন, ট্রেন, জার্মান, গ্রিন, ওয়েস্টার্ন, লন্ডন, সিমেন্ট, পেপসোডেন্ট, প্রিন্ট।

৬। বাংলা ক্রিয়াবাচক শব্দে মূর্ধন্য ণ হয় না। যেমন - সরেন, মরেন, মারেন, ধরেন, করেন।

৭। সমাসবদ্ধ শব্দে দ্বিতীয় পদের 'ন' অপরিবর্তিত থাকে।
যেমন- সর্বনাম, রঘুনন্দন, বরানুগমন, দুর্নাম, দুর্নীতি, দুর্নিমিত্ত।

৮। সমাস সত্ত্বেও কতক পদের 'ন' - 'ণ' হয়। যথা- অগ্রণী, উত্তরায়ণ, নারায়ণ, পূর্বাহ্ণ, অগ্রহায়ণ।

কতগুলো শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য-ণ হয়

চাণক্য মাণিক্য গণ বাণিজ্য লবণ মণ
বেণু বীণা কঙ্কণ কণিকা।
কল্যাণ শোণিত মণি স্থাণু গুণ পুণ্য বেণী
ফণী অণু বিপণি গণিকা।
আপণ লাবণ্য বাণী নিপুণ ভণিতা পাণি
গৌণ কোণ ভাণ পণ শাণ
চিক্কণ নিক্বণ তৃণ কফোণি বণিক গুণ
গণনা পিণাক পণ্য বাণ।

এক কথায় উত্তর

১. **ণ-ত্ব বিধান কী?**
উত্তর: তৎসম শব্দে 'ণ' এর ব্যবহারের নিয়ম।

২. **ণ-ত্ব বিধান খাটে না কোন শব্দে?**
উত্তর: সমাসবদ্ধ শব্দে।

৩. **বাংলা (দেশি), তদ্ভব ও বিদেশি শব্দে প্রয়োজন নেই-**
উত্তর: 'ণ' লেখার।

৪. **স্বভাবতই মূর্ধণ্য-ণ হয়-**
উত্তর: লবণ, কণিকা, কল্যাণ, আপণ, লাবণ্য, অণু, নিপুণ প্রভৃতি।

৫. প্র, পরি, নির- উপসর্গের পর কোন ধ্বনি হয়?
উত্তর: 'ণ' ।

৬. প্র, পরা, পূর্ব + 'অহ' যুক্ত হলে দন্ত্য-ন স্থলে কী হয়?
উত্তর: 'ণ' ।

৭. তৎসম শব্দে ঋ, র, ষ এর পরে কী হয়?
উত্তর: মূর্ধন্য-'ণ' ।

৮. ট-বর্গীয় (ট, ঠ, ড, ঢ) ধ্বনির সাথে যুক্ত ব্যঞ্জন গঠিত হলে কী হবে?
উত্তর: 'ণ' । যেমন- ঘণ্টা, দণ্ড, কাণ্ড ।

৯. 'দুর্নাম' ও 'দুর্নিবার' শব্দ দুটিতে 'ণ' ব্যবহার হয়নি কেন?
উত্তর: সমাসবদ্ধ পদ বলে ।

১০. ণ-ত্ব বিধি অনুসারে শুদ্ধ বানান-
উত্তর: কারণ, মরণ, ভাষণ, গবেষণা, কৃষাণ প্রভৃতি ।

Teacher's Work

১. নিচের কোন শব্দে ণ-ত্ব বিধি অনুসারে 'ণ'-এর ব্যবহার হয়েছে? [৩৬তম বিসিএস]
ⓚ কল্যাণ ⓚ প্রবণ ⓖ নিক্কণ ⓘ বিপণি — খ

২. ণ-ত্ব বিধি সাধারণত কোন শব্দে প্রযোজ্য/ণ-ত্ব বিধান বাংলা বানানে কোন শব্দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? [২১তম বিসিএস]
ক) দেশি খ) বিদেশি গ) তৎসম ঘ) তদ্ভব — গ

৩. নিচের কোন শব্দে ণ-ত্ব বিধান অনুসারে 'ণ' এর ব্যবহার হয়েছে? [খাদ্য অধিদপ্তরের উপ-খাদ্য পরিদর্শক'২১]
ক) নিক্কণ খ) লবণ গ) কল্যাণ ঘ) ব্যাকরণ — ঘ

৪. নিচের কোন শব্দে স্বভাবতই 'ণ' হয়েছে?
ক) বক্ষমাণ খ) স্থাণু গ) পরিবহণ ঘ) উত্তরায়ন — খ

৫. ণ-ত্ব বিধান অনুসারে নিচের কোন বানানটি অশুদ্ধ?
ক) পুরণো খ) নিরূপণ গ) গ্রহণ ঘ) রূপায়ণ — ক

৬. সমাসবদ্ধ শব্দে সাধারণত ণ-ত্ব বিধান খাটে না- এর উদাহরণ কোনটি?
ক) অগ্রনায়ক খ) রতন গ) আপন ঘ) অনুষ্ঠান — ক

ষ-ত্ব বিধান

বাংলা ভাষায় সাধারণত মূর্ধন্য-ষ ধ্বনির ব্যবহার নেই। কেবল কিছু তৎসম শব্দে 'ষ' এর ব্যবহার রয়েছে। সুতরাং ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী তৎসম শব্দের বানানে দন্ত্য-স কে মূর্ধন্য-ষ তে রূপান্তরিত করার নাম ষ-ত্ব বিধান। যেমন- মুমূর্ষু, অভিষেক, সুষম, বিষণ্ণ ।

প্রশ্ন: ষ-ত্ব বিধান কাকে বলে?
উত্তর: তৎসম শব্দের বানানে 'ষ' এর সঠিক ব্যবহারের নিয়মই ষ-ত্ব বিধান ।

✪ নিম্নে মূর্ধন্য-ষ ব্যবহারের কিছু নিয়ম প্রদত্ত হল:

১। **অ, আ ছাড়া অন্যান্য স্বরবর্ণের (ই ি, ঈ ী, উ ু, ঊ ূ, এ ে, ঐ ৈ, ও ো, ঔ ৌ) পরে এবং ক ও র এর পরে বহু ক্ষেত্রে ষ হয়ে থাকে।** যেমন- পরিষ্কার, আবিষ্কার, ভীষণ, ঈষৎ, রুষ্ট, সুষম, তুষার, পূষণ, দূষণ, ঊষর, মেষ, ঐষিক, হিতৈষী, পোষণ, শোষণ, ঔষধি, পৌষ ।

২। **'ঋ' ও 'র' এর পরে মূর্ধন্য-ষ হবে।**
যেমন- বৃষ্টি, দৃষ্টি, কৃষ্টি, সৃষ্টি, বর্ষ, বর্ষা, বর্ষণ, ধর্ষণ, কৃষক, তৃষ্ণা, হর্ষ, মুমূর্ষু, আকর্ষণ ইত্যাদি ।

৩। **যুক্তাক্ষরে যদি দন্ত্য–স 'এর পরে ট/ঠ থাকে তবে দন্ত্য–স' এর স্থলে মূর্ধন্য-ষ হবে।**
যেমন- দুষ্ট, কষ্ট, ইষ্ট, তুষ্ট, বিশিষ্ট, অনিষ্ট, রাষ্ট্র, কনিষ্ঠ, ভূমিষ্ঠ, অনুষ্ঠান, পৃষ্ঠ ইত্যাদি ।

৪। **বাংলা ভাষায় দেশি-বিদেশি মোট পঞ্চাশটিরও বেশি উপসর্গ আছে। এসব উপসর্গের মধ্যে ই–কারান্ত এবং উ–কারান্ত উপসর্গের পরে মূর্ধন্য–ষ হবে।**
যেমন- অভি + সেক > অভিষেক, সু+সুপ্ত > সুষুপ্ত, প্রতি+সেধক > প্রতিষেধক, বি+সম > বিষম, সু+সম > সুষম ইত্যাদি ।

ষ-ত্ব বিধান প্রযোজ্য নয়

৫। **ট-বর্গীয় ধ্বনির সঙ্গের মূর্ধন্য- 'ষ' হয়।** যেমন- আকৃষ্ট, কষ্ট, কনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ, স্পষ্ট, নষ্ট, কাষ্ঠ, ভূমিষ্ঠ ইত্যাদি ।

৬। **র- ধ্বনির পরে যদি অ, আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি থাকে তবে তার পরে 'ষ' হয়।** যেমন- বহিষ্কার। কিন্তু অ, আ, স্বরধ্বনি থাকলে 'স' হয়। যথা- তিরস্কার, নমস্কার, পুরস্কার ।

৭। **'সাৎ' প্রত্যয় যুক্ত সংস্কৃত শব্দে মূর্ধন্য-ষ না হয়ে দন্ত্য-স হবে।** যেমন- অগ্নিসাৎ, ধূলিসাৎ, ভূমিসাৎ ।

৮। **বিদেশি ও অন্যান্য অতৎসম শব্দের বানানে ষ-ত্ব বিধি প্রযোজ্য নয়।**
যেমন- স্টোর, স্টার, ডাস্টার, পোস্টার, মিস্টার, স্টিকার, ব্যারিস্টার, টুস্টার, পোস্টমাস্টার, সিস্টার, স্টেশন, স্ট্যান্ট, মাস্টার, ফটোস্ট্যাট, রেস্টুরেন্ট, ইস্টার্ন ইত্যাদি ।

৯। **কতক শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য-ষ হয়।**
যেমন-

আষাঢ় শেষ ঈষৎ মেষ
ভাষা কলুষ মানুষ।
ষোড়শ কোষ পৌষ রোষ
ষট্ পুরুষ মানুষ পাষণ্ড ষণ্ড প্রত্যূষ।
আভাষ ভাষণ অভিলাষ পোষণ
ঊষর তোষণ ঊষা শোষণ।
ঔষধ বিষাণ ষড়যন্ত্র পাষাণ
বিশেষ ভূষণ সরিষা দূষণ।

এক কথায় উত্তর

১. **ষ-ত্ব বিধান কী?**
উত্তর: তৎসম শব্দে 'ষ' এর সঠিক ব্যবহারের নিয়ম।

২. **ট-বর্গীয় ধ্বনির সঙ্গে কোন বিধি প্রয়োগ হয়?**
উত্তর: 'ষ'-ত্ব বিধি।

৩. **খাঁটি বাংলা, তদ্ভব ও বিদেশি শব্দে কোন ধ্বনির ব্যবহার নেই?**
উত্তর: 'ষ' ধ্বনি।

৪. **ঋ, রেফ, ঋ-কার এরপর কোনটি হয়?**
উত্তর: 'ষ'।

৫. **সম্ভাষণসূচক শব্দে এ-কারের পর কোন ধ্বনি বসে?**
উত্তর: 'ষ' (যেমন- শ্রদ্ধাস্পদেষু, প্রিয়বরেষু)।

৬. **সম্ভাষণসূচক স্ত্রীবাচক শব্দে আ-কারের পর কোন ধ্বনি বসে?**
উত্তর: 'স' (যেমন- কল্যাণীয়াসু, সুচরিতাসু প্রভৃতি)।

৭. **ট ও ঠ এর সঙ্গে যুক্ত হলে দন্ত্য-স না হয়ে 'ষ' হয়'- এ ধরনের উদাহরণ কোনগুলো?**
উত্তর: কষ্ট, ওষ্ঠ, অনিষ্ট, ইষ্ট, শ্রেষ্ঠ প্রভৃতি।

৮. **স্বভাবতই মূধণ্য-'ষ' হয়-**
উত্তর: আষাঢ়, ভাষা, মানুষ, পৌষ, ভাষণ, ঔষধ, পাষাণ, শোষণ প্রভৃতি।

৯. **কোন প্রত্যয়যুক্ত পদে মূর্ধন্য 'ষ' হয় না?**
উত্তর: 'সাৎ'।

Teacher's Work

১. **নিত্য মূর্ধন্য-ষ কোন শব্দে বর্তমান-** [২০তম, ২৪তম বিসিএস]
ক) কষ্ট খ) উপনিষৎ গ) কল্যাণীয়েষু ঘ) আষাঢ় — ঘ

২. **স্বভাবতই মূর্ধন্য 'ষ' হয় এমন উদাহরণ কোনটি?**
ক) কৃষক খ) বর্ষা গ) ঔষধ ঘ) কাষ্ঠ — গ

৩. **কোনটি শুদ্ধ বানান?**
ক) শশিভুসন খ) শশিভূষণ গ) শসিভূষন ঘ) শশিভূসণ — খ

৪. **স্বভাবতই 'ষ' হয়েছে নিচের কোন শব্দে?**
ক) মহর্ষি খ) মুমূর্ষু গ) আষাঢ় ঘ) বৃষ্টি — গ

প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ

♦ যে শব্দটি তৎসম নয় অর্থাৎ সংস্কৃত নয়, সে শব্দটির বানানে কোথাও ঈ-কার দেওয়া যাবে না। এ ক্ষেত্রে সর্বদাই ই-কার, উ-কার বসবে। যেমন– ইদ, নবি, পরি, পির, পুব, বিমা, রানি, লিগ, শহিদ ইত্যাদি। এখানে ই-কার, উ-কার বসার কারণ হলো যে, এ শব্দগুলোর কোনোটিই সংস্কৃত নয়। পূর্বে বানানগুলোতে ঈ-কার বসতো, বর্তমানে বানান পরিমার্জন করে সরল করা হয়েছে।

✪ নিচে প্রয়োগ-অপপ্রয়োগের বিস্তারিত বর্ণনা উদাহরণসহ আলোচনা করা হলো:

১. **ই-কার/ঈ-কার এর প্রয়োগ-অপ্রয়োগ:** ১৯৮৮ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বাংলা বানানের নিয়মের একটি খসড়া প্রস্তুত করে এবং ১৯৯২ সালে বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম প্রণয়ন করে। উভয় নিয়মেই যাবতীয় অতৎসম (অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি) শব্দে কেবল হ্রস্বধ্বনি (ই, ই-কার, উ, উ-কার) ব্যবহারের সুপারিশ করেছে। নিম্নে এর কিছু ব্যবহার তুলে ধরা হলো:

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
একাডেমী	একাডেমি	ঈদ	ইদ
এজেন্সী	এজেন্সি	কেরানী	কেরানি
কলোনী	কলোনি	কোম্পানী	কোম্পানি
কাজী	কাজি	গরীব	গরিব
কোরবানী	কোরবানি	গীটার	গিটার
নবী	নবি	শাশুড়ী	শাশুড়ি
ডিগ্রী	ডিগ্রি	সরকারী	সরকারি
তসবী	তসবি	নেভী	নেভি
দরদী	দরদি	মামী	মামি
নার্সারী	নার্সারি	সেক্রেটারী	সেক্রেটারি
চাকরী	চাকরি	নানী	নানি
জরুরী	জরুরি	বীমা	বিমা
গ্যালারী	গ্যালারি	ভাবী	ভাবি
জানুয়ারী	জানুয়ারি	রেফারী	রেফারি
টিউশনী	টিউশনি	লীগ	লিগ
ডায়েরী	ডায়েরি	শহীদ	শহিদ
সীলমোহর	সিলমোহর	লাইব্রেরী	লাইব্রেরি
সতীন	সতিন	লটারী	লটারি
হাজী	হাজি		

➤ ঈ-কার যুক্ত শব্দ:

অগ্নিবীণা	শরীর	দ্বীপ(দ্বিপ-হস্তী)	সমীপ
অধিকারিণী	শারীরিক	নিবীত	বিপরীত
প্রাণিবিদ্যা	শীকর	ভীম	বীচি
প্রাণিবাচক	শীঘ্র	নীরব	বীথি
ভবিষ্যদ্বাণী	শীতাতপ	নীরন্ধ্র	বিবাদী
সহপাঠিনী	শীর্ণ	পরীক্ষা	বীভৎস
প্রণয়িনী	শ্রীপদ	পিপীলিকা	বীর
শিঞ্জিনী	সুশ্রী	পীড়া	ব্রীহি
টিপ্পনী	সরীসৃপ	পীযূষ	বেণী

তপস্বিনী	সম্মুখীন	প্রতীক	ব্যতীত
পুনর্মিলনী	সমীহ	প্রতীক্ষা	ভাগীরথী
উন্মীলন	উড্ডীন	প্রতীচ্য	ভীষণ
একান্নবর্তী	উদীচী	গ্রীষ্ম	গরীয়ান
চীর	উড়িয়া/উড়ীয়া	চীন	গরীয়সী
প্রতীয়মান	সমীচীন	গীতিকা	ক্ষুৎপীড়িত
অঙ্গীকার	নিমীলিত	প্রবীণ	টীকা
অন্তরীণ	নিপীড়িত	প্রীতি	তরণী
অলীক	নিরীহ	বল্মীকি	তীক্ষ্ণ
অধীন	নিশীথিনী	বাণী	তীব্র
আভীর	নীচ	সীমন্ত	দধীচি
আশীর্বাদ	মরীচিকা	প্রতীতি	দিলীপ
ঈপ্সা	গীতাঞ্জলি	কিরীট	দীপ্ত
ঈপ্সিত	গীষ্পতি	কীর্তন	দ্বিতীয়
ঈর্ষা	কৃষিজীবী	কীর্তি	কালীন
ঈষৎ	ক্ষীণজীবী	ভীত	

২. অপপ্রয়োগের কারণ যখন বিশেষণ দ্বিত্ব: বিশেষণ জাতীয় পদের সঙ্গে যদি পুনরায় বিশেষণবাচক উপসর্গ বা প্রত্যয় যোগ করা হয় তাহলে যে সব শব্দ গঠিত হয় তা ব্যাকরণ সম্মত নয়। তথাকথিত এই দূষিত শব্দগুলো অপপ্রয়োগের ফলে সৃষ্ট। যেমন–

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
সকাতর	কাতর	সবিনয়পূর্বক	বিনয়পূর্বক
সকৃতজ্ঞ	কৃতজ্ঞ	সলজ্জিত	লজ্জিত/সলজ্জ
সচিত্রিত	চিত্রিত / সচিত্র	সশঙ্কিত	শঙ্কিত/সশঙ্ক
সচেষ্টিত	চেষ্টিত/সচেষ্ট	সানন্দিত	সানন্দ

৩. অপপ্রয়োগের কারণ যখন বিশেষ্য / দ্বিত্ব: কোনো বিশেষ্য পদের সাথে আবার "তা" অথবা "ত্ব" প্রত্যয় যুক্ত করা হলে যে শব্দটি গঠিত হয় তা ভুল শব্দ। এ জাতীয় শব্দের প্রয়োগ ব্যাকরণসম্মত নয় বলে এগুলো অপপ্রয়োগ। যেমন–

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অপকর্ষতা	অপকর্ষ	উৎকর্ষতা	উৎকর্ষ / উৎকৃষ্টতা
অপ্রতুলতা	অপ্রতুল	প্রসারিত	প্রসার
মৌনতা	মৌন		

৪. বিশেষণের সাথে দুইবার প্রত্যয় যোগ করার কারণে অপপ্রয়োগ: সাধারণত বিশেষণ পদের শেষে "য" অথবা "তা" প্রত্যয় যোগ করা হলে বিশেষণ পদটি বিশেষ্য পদে রূপান্তরিত হয়; পুনরায় ওই বিশেষ্য পদের সাথে যদি আবার প্রত্যয় যোগ করা হয়, তাহলে অপপ্রয়োগ ঘটে। যেমন: 'দরিদ্র' একটি বিশেষণ পদ। 'দরিদ্র' শব্দের সঙ্গে "য" প্রত্যয় যোগ করলে গঠিত হয় (দরিদ্র + য) দারিদ্র্য। 'দারিদ্র্য' একটি বিশেষ্য পদ। এবার 'দারিদ্র্য'র সাথে যদি "তা" যোগ করা হয়, তাহলে গঠিত হয় (দারিদ্র্য+তা) দারিদ্রতা। 'দারিদ্রতা' গঠনে একই সঙ্গে "য" এবং "তা" প্রত্যয় যুক্ত হওয়ার কারণে এটি অশুদ্ধ শব্দ। অপপ্রয়োগ ঘটেছে, এমন কিছু তথাকথিত শব্দের বিষয়ে সতর্ক থাকুন। যেমন-

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
আতিশয্যতা	আতিশয্য	দারিদ্রতা	দারিদ্র্য/দরিদ্রতা
চাঞ্চল্যতা	চাঞ্চল্য	সখ্যতা	সখ্য
ঐক্যতা	ঐক্য/একতা	বাহুল্যতা	বাহুল্য
চাতুর্যতা	চাতুর্য/চতুরতা	সৌজন্যতা	সৌজন্য
কার্পণ্যতা	কার্পণ্য	ভারসাম্যতা	ভারসাম্য

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
চাপল্যতা	চাপল্য	সৌহার্দ্যতা	সৌহার্দ্য
গাম্ভীর্যতা	গাম্ভীর্য	দৈন্যতা	দৈন্য/দীনতা

৫. সমার্থক শব্দের বাহুল্যজনিত কারণে অপপ্রয়োগ: কখনও কখনও বাংলায় কোনো কোনো শব্দে সমার্থবোধক একাধিক শব্দের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। এ ধরনের প্রয়োগের ফলে শব্দ ব্যাকরণগতভাবে দূষিত হয়ে পড়ে। সমার্থক শব্দের বাহুল্যজনিত কারণে সৃষ্ট অপপ্রয়োগের উদাহরণ হলো–

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অশ্রুজল	অশ্রু	শুধুমাত্র	শুধু/মাত্র
আয়ত্তাধীন	আয়ত্ত/অধীন	সমূলসহ	সমূল/মূলসহ
আরক্তিম	আরক্ত/রক্তিম	সময়কাল	সময়/কাল
কদাপিও	কদাপি	সুবুদ্ধিমান	সুবুদ্ধি/বুদ্ধিমান
কেবলমাত্র	কেবল/মাত্র	বিবিধপ্রকার	বিবিধ
সুস্বাগত	স্বাগত	সুস্বাস্থ্য	স্বাস্থ্য

৬. সন্ধিজাত শব্দে বানান ভুলের জন্য অপপ্রয়োগ: সন্ধিজাত শব্দে পাশাপাশি দুই বা তার চেয়ে বেশি ধ্বনি মিলিত হয়ে একটি ধ্বনিতে পরিণত হয় কিন্তু এক্ষেত্রে ধ্বনিটি কী হবে, তা সন্ধির সূত্র অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে কোনো রকম স্বাধীনতা গ্রহণ করা চলে না। আমরা অনেকেই সন্ধিজাত শব্দের বানান লেখার সময় বানানে স্বেচ্ছাচার করে থাকি যার ফলে শব্দে অপপ্রয়োগ ঘটে থাকে। যেমন–

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অদ্যবধি	অদ্যাবধি	মুখছবি	মুখচ্ছবি
তরুছায়া	তরুচ্ছায়া	দুরাবস্থ	দুরবস্থা
উপরোক্ত	উপর্যুক্ত	প্রাতঃরাশ	প্রাতরাশ
দুরাদৃষ্ট	দুরদৃষ্ট	বক্ষোপরি	বক্ষ-উপরি
বিপদোদ্ধার	বিপদুদ্ধার		

৭. সমাসঘটিত শব্দে অপপ্রয়োগ: ব্যাসবাক্য থেকে সমস্তপদ যখন গঠিত হয় তা সমাসের নিয়ম অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন রূপ লাভ করে। শব্দ গঠন অনুযায়ী ব্যাসবাক্য থেকে কখনও কখনও তা ভিন্নরূপ লাভ করে। যেমন: মহান যে মানব = 'মহানমানব' নয়– 'মহামানব'; জায়া ও পতি = 'জায়াপতি' নয় = 'দম্পতি'।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
নির্জনী	নির্জন	অহোরাত্রি	অহোরাত্র
নিরপরাধী	নিরপরাধ	নির্দোষী	নির্দোষ
নিরভিমানী	নিরভিমান	অহর্নিশি	অহর্নিশ
নীরোগী	নীরোগ	মধ্যরাত্রি	মধ্যরাত্র
নির্বিরোধী	নির্বিরোধ	দিবারাত্রি	দিবারাত্র
সুবুদ্ধিমান	সুবুদ্ধি	দিনরাত্র	দিনরাত্রি/দিবারাত্র

৮. প্রত্যয়ঘটিত অপপ্রয়োগ: প্রকৃতির সাথে প্রত্যয়যুক্ত হয়ে যখন শব্দ গঠিত হয় তখন সংগত কারণেই তার বানানে কিছুটা বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। সচেতন না থাকলে এসব ক্ষেত্রে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অধীনস্থ	অধীন	লব্ধপ্রতিষ্ঠিত	লব্ধপ্রতিষ্ঠ
একত্রিত	একত্র	অসহ্যনীয়	অসহনীয় / অসহ্য
সত্ত্বা	সত্তা	চোষ্য	চূষ্য
সাধ্যাতীত	অসাধ্য	সম্ভ্রান্তশালী	সম্ভ্রমশালী / সম্ভ্রান্ত
আবশ্যকীয়	আবশ্যক	সিঞ্চিত	সিক্ত
সিঞ্চন	সেচন		

৯. **উৎকর্ষবাচক- তর, তম প্রত্যয়ের অপপ্রয়োগ:** উৎকর্ষবাচক শব্দ ব্যবহারে, আমরা কী রকম অজ্ঞানতার মধ্যে ডুবে আছি যেটি খুব অল্প কথায় ড. মাহবুবুল হক বিশ্লেষণ করেছেন। আমরা সরাসরি তাঁর বই থেকে একটি অংশ তুলে ধরছি: 'বাংলায় উৎকর্ষের সর্বাধিক্য বোঝাতে গুণবাচক শব্দের সঙ্গে "ইষ্ঠ" প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন: কনিষ্ঠ, গরিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ, পাপিষ্ঠ, বলিষ্ঠ, লঘিষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি। এসব শব্দের সঙ্গে ভুলবশত অনেকে দুইয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষবাচক "তর" এবং বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষবাচক "তম" প্রত্যয় যুক্ত করে থাকেন। যেমন: কনিষ্ঠতর "কনিষ্ঠতম" "বলিষ্ঠতম", "শ্রেষ্ঠতম" ইত্যাদি। এরকম প্রয়োগ অশুদ্ধ।

১০. **বহুল প্রচলিত বানানের প্রভাবে অপপ্রয়োগ:** বাংলা বানানে বহুলপ্রচলিত শব্দগুলি তুলনামূলক কম প্রচলিত শব্দের বানানের ওপর প্রবল প্রভাব ফেলে। ফলে অপপ্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু উদাহরণ দেয়া হলো: 'ভূগোল' বানানে ঊ-কার আছে কিন্তু এর প্রভাবে 'ভূবন' বানানে ঊ-কার দেওয়া হলো, যা অপপ্রয়োগ। 'স্বাধীনতা' বানানের প্রভাবে যদি লেখা হয় 'স্বাধীকার' তাহলে অপপ্রয়োগ হবে। শুদ্ধ শব্দটি হচ্ছে সাধীকার। এরূপ 'বিবাদ' শুদ্ধ কিন্তু 'বিবাদমান' শুদ্ধ নয়, শুদ্ধ প্রয়োগ করতে হলে ব্যবহার করতে হবে 'বিবদমান'।

১১. **সমাসঘটিত শব্দের বানানে অশুদ্ধি:** 'সমাস' (সম্- √অস্ + অ) শব্দের অর্থই হচ্ছে সংক্ষেপণ, মিলন, একাধিক পদের একপদীকরণ। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন, "পরস্পর অর্থ-সঙ্গতিবিশিষ্ট দুই বা বহু পদকে লইয়া একপদ করার নাম সমাস।"

বাংলা একাডেমি প্রণীত ও প্রকাশিত **"প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ"** গ্রন্থে সমাসের সংজ্ঞা নিরূপিত হয়েছে এভাবে: 'সমাস অভিধানের শব্দ নির্মাণের একটি প্রক্রিয়া যাতে দুই বা তার চেয়ে বেশি শব্দ যুক্ত হয়ে একটি অখণ্ড শব্দ তৈরি করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি সম্মিলিত ধারণা প্রকাশ করে।" সমাসবদ্ধ শব্দ তাই একত্রে লিখতে হয়- নতুবা অপপ্রয়োগ হবে। কিছু উদাহরণ হলো:

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অকাল প্রয়াত	অকালপ্রয়াত	অনন্য সাধারণ	অনন্যসাধারণ
অনুমান নির্ভর	অনুমাননির্ভর	আপন জন	আপনজন
ক্রয় ক্ষমতা	ক্রয়ক্ষমতা	প্রচার মাধ্যম	প্রচারমাধ্যম

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
প্রবাস জীবন	প্রবাসজীবন	বাস্তব সম্মত	বাস্তবসম্মত
বিপথ গামী	বিপথগামী	বেকার সমস্যা	বেকারসমস্যা
দৃষ্টি প্রতিবন্ধী	দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী	ধর্ম ব্যবসায়ী	ধর্মব্যবসায়ী
নীতি নির্ধারক	নীতিনির্ধারক	পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া	পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া
পূর্ব প্রস্তুতি	পূর্বপ্রস্তুতি	জমিদার বাড়ি	জমিদারবাড়ি
ব্যক্তি মালিকানা	ব্যক্তিমালিকানা	শোক সংবাদ	শোকসংবাদ
জীবন ধারা	জীবনধারা	ভাব বিনিময়	ভাববিনিময়
সমাজ সেবা	সমাজসেবা	জীবন সংগ্রাম	জীবনসংগ্রাম
মৎস্য সম্পদ	মৎস্যসম্পদ	সমুদ্র সৈকত	সমুদ্রসৈকত
জীবন সঙ্গিনী	জীবনসঙ্গিনী	যুক্ত বিবৃতি	যুক্তবিবৃতি
সর্বজন শ্রদ্ধেয়	সর্বজনশ্রদ্ধেয়	দল নিরপেক্ষ	দলনিরপেক্ষ
যুদ্ধ বিধ্বস্ত	যুদ্ধবিধ্বস্ত	সাহায্য সংস্থা	সাহায্যসংস্থা
দৃঢ় প্রতিজ্ঞ	দৃঢ়প্রতিজ্ঞ	শিক্ষা ব্যবস্থা	শিক্ষাব্যবস্থা

১২. **অর্থগত অপপ্রয়োগ:** (সমোচ্চারিত ও প্রায়-সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দের অর্থ পার্থক্যজনিত অপপ্রয়োগ)

প্রতিটি ভাষার শব্দ ভাণ্ডারে থাকে অজস্র শব্দ, তবু থেকে যায় অনেক সীমাবদ্ধতা। ওই ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ তখন কখনও বানানে, কখনও উচ্চারণে কিছুটা রদবদল করে নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টি করে তার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করে। অনেক সময় এত সব করেও তার প্রয়োজন মেটে না; তার প্রয়োজন পড়ে আরও অজস্র শব্দ। তখন একই বানানে একই উচ্চারণে তারা ভিন্ন অর্থের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। এই তিনটি উপায়ে গঠিত শব্দসমূহ সমোচ্চারিত ও প্রায়-সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ হিসেবে পরিচিত। যেমন:

ক) **যুগল : দিন : দিবস, দীন : দরিদ্র** [পরিবর্তন কেবল বানানে, উচ্চারণে কোন পার্থক্য নেই।]

খ) **যুগল : চুড়ি : অলংকার বিশেষ, চুরি : চৌর্যবৃত্তি** (একটি অপরাধকর্ম) [পরিবর্তন একই সঙ্গে বানানে ও উচ্চারণে]

গ) **যুগল : চাল : চাউল, চাল : কৌশল** [বানান বা উচ্চারণে কোনো পার্থক্য ঘটছে না অথচ ভিন্ন অর্থবোধক নতুন শব্দ সৃষ্টি হচ্ছে।] যেমন: আমাদের বাসায় আজ চাল নেই। তোমার চাল ধরতে পারছি না।

বাংলা অভিধানে এমন অসংখ্য শব্দ রয়েছে যেগুলোর জন্য আমরা পদে পদে বিড়ম্বনার মুখোমুখি হই। বানান একই অথচ অর্থের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। অল্প কিছু দৃষ্টান্ত দেখুন।

অজ – খাঁটি / নিরেট
অজ – ছাগল / মেষ [প্রয়োগ: অজের অজ দুগ্ধ।]
ঘাট – নৌকা বা জাহাজ ভিড়াবার স্থান / ঘাঁটি।
ঘাট – অপরাধ, অন্যায়, ত্রুটি [প্রয়োগ: অনুমতি না নিয়ে ঘাটে নৌকা বেঁধে ঘাট করেছে।]
চটি – চামড়ার তৈরি হালকা জুতাবিশেষ
চটি – পান্থশালা / পথিকদের বিশ্রামস্থান [প্রয়োগ: চটির ভেতরে কার চটি গো?]
ছাপা – মুদ্রিত করা / ছাপানো।
ছাপা – **গুপ্ত/লুকায়িত/অপ্রকাশিত** [প্রয়োগ: ছাপা সংবাদ ছাপা থাকে না।]
ধনী – ধনবান / ঐশ্বর্যশালী
ধনী – যুবতী [প্রয়োগ: একজন ধনী ধনীকে বিয়ে করেছি।]
তটস্থ – বিচলিত / শশব্যস্ত / ভীত
তটস্থ – তীরস্থ / যা তীরে অবস্থিত [প্রয়োগ: শীতলক্ষ্যার তটস্থ মানুষ সব সময় তটস্থ থাকে।]
দক্ষিণা – দক্ষিণ দিক সংক্রান্ত।
দক্ষিণা – প্রণামী [প্রয়োগ: দক্ষিণা নেতাদের দক্ষিণা না দিয়ে উপায় আছে?]
নজর – দৃষ্টি।
নজর – উপঢৌকন / উপহার।

♦ প্রায়-সমোচ্চারিত শব্দগুলো এই তুলনায় আমাদের কাছে একটু বেশি পরিচিত। তবু এসব ক্ষেত্রে আমাদের অপপ্রয়োগ ঘটে থাকে। শব্দজোড়ের অর্থপার্থক্য মনে রাখলে অপপ্রয়োগ এড়িয়ে চলা কঠিন নয়। কিছু উদাহরণ দেয়া হলো:

কৃতি (নির্মাণ, রচনা, কর্ম): 'গীতাঞ্জলি' রবীন্দ্রনাথের অমর কৃতি।
কৃতী (কৃতকর্মা, গুণবান): ড. আনিসুজ্জামান বাংলাদেশের কৃতী সন্তান।
নিচ (নিম্ন, নিচের): আমরা তিন তলা বাসার নিচ তলায় থাকি।
নীচ (হীন, অধম, নিকৃষ্ট): এহসান এত নীচ, আগে ভাবতে পারিনি।
পিঠ (পৃষ্ঠদেশ): সামি এখনও আমার পিঠে চড়ে।
পীঠ (বেদী, প্রতিষ্ঠান): ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ।

বাজি (ভেলকি, জুয়ার পণ): আমি বাজি ধরে বলতে পারি সেলিম আছমাকে গোপনে বিয়ে করেছে।
বাজী (ঘোড়া) : বাজি ধরে বাজীতে চড়েছি।
বেশি (অনেক, প্রচুর) : বেশি খেয়ো না, মোটা হয়ে যাবে।
বেশী (বেশধারী): আফ্রিকার জঙ্গলে গিয়ে কে উপজাতিদের সাথে দেখা হলো: তারা বেশি ছিল কিন্তু কেউ বেশী ছিল না। ['অনেক' অর্থে আমাদের বদ অভ্যাস কিন্তু ঈ-কার দিয়ে 'বেশী' লেখা।]
বলি (নৈবেদ্য): তোমার আর শাকিলের ঝগড়ায় সব সময় আমাকে বলির পাঁঠা হতে হবে কেন, শুনি?
বলী (বলবান, বীর): বলী হলেই প্রেমিক হওয়া যায় না।
অনুদিত (যা উদিত হয়নি): অনুদিত সূর্যকে তুমি কীভাবে দেখবে?
অনূদিত (ভাষান্তরিত): 'গীতাঞ্জলি' অনেক ভাষায় অনূদিত হয়েছে।
কুল (বংশ, ফল বিশেষ): প্রেমে পড়লে যদি কুল-মান না-ই গেল, তবে সেটা কেমন প্রেম?
কূল (তট, কিনারা): প্রেমে পড়ে কুল হারিয়ে সে এখন কূল পাচ্ছে না।
ধুম (জাঁকজমক): উৎসবে ধুমধাম না থাকলে চলে নাকি?
ধূম (ধোঁয়া): যেখানে অগ্নি সেখানে ধূম।
সূচী (তালিকা): বইয়ের সূচীপত্র দেখে নাও; কোন কোন অধ্যায় আজ পড়বে।
সূচী (সূচ, সুই): তোমার নাকি সূচীকর্ম খুব সুন্দর।
গাঁথা (গ্রন্থন করা): মৌসুমি আর আমার হৃদয় এক সূত্রে গাঁথা।
গাথা (কবিতা): জসীমউদ্‌দীনের গাথাগুলো নাট্যধর্মী।
পরশ্ব (পরশু দিন): পরশ্ব আমি থাকিব ব্যস্ত উদয়াস্ত।
পরস্ব (পরের ধন): পরস্ব হরণ করে যে ধনী কে তারি কহে ধনবান।
শপ্ত (শাপগ্রস্ত): তুমি শপ্ত, কলঙ্ক জাতির।
সপ্ত (সাত): তার লাগি লিখে পড়ে দিতে পারি সপ্ত আসমান।

শূর (বীর): রাগের সময় যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, সেই শ্রেষ্ঠ শূর।
সূর (সূর্য): আকাশে সূর উঠেছে।
উদ্দেশে (সন্ধান, প্রতি): আমি কাল কাপাসিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করব।
উদ্দেশ্যে (লক্ষ্য, অভিপ্রায়): আমি ও সেলিম শিমুলের সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি।
লক্ষ (দৃষ্টি, নজর, লাখ): শুধু লক্ষ টাকার দিকেই বুঝি তোমার লক্ষ্য?
লক্ষ্য (উদ্দেশ্য, উদ্দিষ্ট): আমি বেদনার সাথে লক্ষ করেছি লক্ষ টাকা আয় করাটাই তার কেবল লক্ষ্য।
সাক্ষর (অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন): বাংলাদেশে দিন দিন সাক্ষরতার হার বাড়ছে।
স্বাক্ষর (দস্তখত, সই): তারিক আহমেদের স্বাক্ষর খুব সুন্দর।
স্বর (ধ্বনি): আমি মনির গলার স্বর চিনি।
স্মর (কামদেব): স্মরের স্বরে সে আকুল হয়েছে।
নেতৃবর্গ (পুরুষ নেতাগণ): নেতৃবর্গ এ বিষয়ে একমত হতে পারেননি।
নেত্রীবর্গ (মহিলা নেতারা): মহিলা সমিতির নেত্রীবর্গ বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন।
আত্ত (গৃহীত): বাংলা ভাষায় আত্তীকৃত শব্দের সংখ্যা অজস্র।
আত্ম (নিজ): মহামানবদের আত্মজীবনী পড়ে বিমল আনন্দ লাভ হয়।
তত্ত্ব (গূঢ় অর্থ): পিকনিকে এসে তত্ত্বকথা বাদ দাও বাপু।
তথ্য (সংবাদ): রেজার বিয়ের তথ্য রুবেল আমাকে দিয়েছে।

১৩. অর্থগত অপপ্রয়োগ: আমরা অনেক সময়ে শব্দের যথার্থ অর্থ না জেনে তা প্রয়োগ করি। এর ফলে বাক্যে অর্থগত অপপ্রয়োগ ঘটে। কিছু উদাহরণ দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। যথা:
অপপ্রয়োগ: আমি কাল বৃষ্টিতে ভিজেছিলাম, ফলশ্রুতিতে আজ আমার জ্বর হয়েছে।
প্রয়োগ: আমি কাল বৃষ্টিতে ভিজেছিলাম, ফলে আজ আমার জ্বর হয়েছে।
অপপ্রয়োগ: আয়নাল জ্বরে শয্যাশায়ী।
প্রয়োগ: আয়নাল জ্বরে শয্যাগত।

এক কথায় উত্তর

১. প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ কী?
উত্তর: বাংলা ভাষার শুদ্ধ ও অশুদ্ধ প্রয়োগই হচ্ছে প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ।
২. অর্থগত অপপ্রয়োগ কী?
উত্তর: শব্দের যথার্থ অর্থ না জেনে প্রয়োগ।
৩. প্রত্যয়ঘটিত অপপ্রয়োগ কী?
উত্তর: প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের ভুল প্রয়োগ।
৪. বানান জনিত অশুদ্ধ প্রয়োগ-
উত্তর: ঈদ, নবী, পরী, বীমা, শহীদ, রাণী, পূর্ব প্রভৃতি।
৫. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বাংলা বানানের খসড়া প্রস্তুত করে কবে?
উত্তর: ১৯৮৮ সালে।
৬. বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম প্রণয়ন করে কবে?
উত্তর: ১৯৯২ সালে।
৭. বিশেষণ দ্বিত্ব জনিত অপপ্রয়োগ-
উত্তর: সকাতর, সবিনয়পূর্বক, সকৃতজ্ঞ, সচিত্রিত প্রভৃতি।
৮. কোন পদের সাথে তা/ত্ব প্রত্যয় যুক্ত হলে অপপ্রয়োগ ঘটে?
উত্তর: বিশেষ্য।
৯. সমার্থক শব্দের বাহুল্যজনিত অপপ্রয়োগ-
উত্তর: অশ্রুজল, শুধুমাত্র, কেবলমাত্র, আয়ত্তাধীন প্রভৃতি।
১০. সন্ধিজাত অপপ্রয়োগ ঘটেছে-
উত্তর: উপরোক্ত, মুখছবি, অদ্যবধি, দূরাবস্থা প্রভৃতি।
১১. 'সুস্বাগত' শব্দের শুদ্ধ প্রয়োগ কোনটি?
উত্তর: স্বাগত।
১২. 'সকৃতজ্ঞ' শব্দের শুদ্ধ প্রয়োগ কী?
উত্তর: কৃতজ্ঞ।
১৩. 'উপরোক্ত' শব্দের শুদ্ধ প্রয়োগ কী হবে?
উত্তর: উপর্যুক্ত।
১৪. 'সৌজন্যতা' শব্দের শুদ্ধ প্রয়োগ কী?
উত্তর: সৌজন্য।
১৫. 'সিঞ্চন' শব্দের শুদ্ধ প্রয়োগ কী?
উত্তর: সেচন।
১৬. 'অধীনস্থ' এর শুদ্ধ প্রয়োগ কোনটি?
উত্তর: অধীন।
১৭. 'সকল ছাত্ররাই যথাসময়ে উপস্থিত হয়েছে'- বাক্যটিতে কী ধরনের ভুল আছে?
উত্তর: বচন।
১৮. 'সে চোখে হলুদ ফুল দেখছে'- এখানে কোন ধরনের ভুল রয়েছে?
উত্তর: প্রবচনের ভুল প্রয়োগ।
১৯. 'অকাল প্রয়াত' শব্দের শুদ্ধ রূপ হবে-
উত্তর: অকালপ্রয়াত (সমাসবদ্ধভাবে বসবে)।

Teacher's Work

১. কোন বাক্যটি শুদ্ধ? [২৫তম বিসিএস]
ক তাহার জীবন সংশয়পীর্ণ খ তাহার জীবন সংশয়ময়
গ তাহার জীবন সংশয়াপূর্ণ ঘ তাহার জীবন সংশয়ভরা — গ

২. শুদ্ধ বাক্যটি চিহ্নিত করুন-
ক বিদ্যান ব্যক্তিগণ দরিদ্রের শিকার হন
খ বিদ্যান ব্যক্তিগণ দারিদ্রতার শিকার হন
গ বিদ্বান ব্যক্তিগণ দারিদ্রের শিকার হন
ঘ বিদ্যান ব্যক্তিগণ দরিদ্রতার স্বীকার হন — গ

৩. কোনটি শুদ্ধ বাক্য?
ক দারিদ্র বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা
খ দারিদ্র্যতা বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা
গ দরিদ্রতা বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা
ঘ দরিদ্র্য বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা — গ

৪. নিচের কোন শব্দটি প্রত্যয়যোগে গঠিত হয়নি? [৩৬তম বিসিএস]
ক সভাসদ খ শুভেচ্ছা
গ ফলবান ঘ তন্বী — খ

৫. কোনটিতে অপপ্রয়োগ ঘটেছে? [৩৮তম বিসিএস]
ক জবাবদিহি খ মিথস্ক্রিয়া
গ একত্রিত ঘ গৌরবিত — গ

৬. কোনটি শুদ্ধ বাক্য?
ক এ কথা প্রমান হয়েছে খ এ কথা প্রমানিত হয়েছে
গ এ কথা প্রমাণ হয়েছে ঘ এ কথা প্রমাণিত হয়েছে — ঘ

৭. শুদ্ধ বাক্য নির্দেশ করুন-
ক দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয় খ দীনতা প্রশংসনীয় নয়
গ দৈন্যতা নিন্দনীয় ঘ দৈন্যতা অপ্রশংসনীয় — খ

বানান শুদ্ধিকরণ

১৯৮৮ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্মশালা করে ও বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে বাংলা বানানের নিয়মের একটি খসড়া প্রস্তুত করেন। বিশ্বভারতী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের অনুসৃত বাংলা বানানের নিয়মের আলোকে ১৯৯২ সালে বাংলা একাডেমি 'প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম' প্রণয়ন করে।

♦ বাংলা একাডেমির 'প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম' ভাবনা-কেন্দ্রে রেখে বাংলা বানানের প্রধান নিয়মগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

➤ **ই-কার যুক্ত শব্দ:** শব্দের শেষে জগৎ, বাচক, বিদ্যা, সভা, ত্ব, তা, নী, ণী, পরিষদ, তত্ত্ব ইত্যাদি থাকলে তার পূর্বে ঈ-কার না হয়ে সাধারণত ই-কার হয়। যেমন-

অগ্নিবীণা	প্রাণিবিদ্যা	প্রতিদ্বন্দ্বিতা	সহযোগিতা	অধিকারিণী	প্রাণিবাচক	ভবিষ্যদ্বাণী	সহপাঠিনী
তপস্বিনী	পুনর্মিলনী	মন্ত্রিপরিষদ	স্থায়িত্ব	প্রণয়িনী	প্রতিযোগিতা	টিপ্পনী	

♦ **ঈ-কার যুক্ত শব্দ: পুংলিঙ্গ শব্দ: গুণী, সুখী, মেধাবী, বাগ্মী, কর্মী, জয়ী, শ্রমী ইত্যাদি।**

♦ **স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ: যামিনী, সখী, ব্যাঘ্রী, নদী, তরী, রজনী, ইন্দ্রাণী ইত্যাদি।**

➤ ঈ-কার যুক্ত বিবিধ শব্দ:

অঙ্গীকার	ইদানীং	উড়িয়া/উড়ীয়া	কীদৃশ	গরীয়সী	চীবের	তীর্ণ	নিমীলিত
অন্তরীপ	ঈপ্সা	উন্মীলিত	কীর্তন	গম্ভীর	চীর	দধীচি	নিপীড়িত
অবীরা	ঈপ্সিত	উন্মীলন	কীর্তি	গীতিকা	জিজীবিষা	দিলীপ	নিরীক্ষণ
অভীষ্ট	ঈর্ষা	উশীর	কুলীন	গীতাঞ্জলি	টীকা	দীধিতি	নিরীহ
অলীক	ঈশ্বর	একান্নবর্তী	কৃষিজীবী	গীষ্পতি	তন্ত্রী	দীপ্ত	নিশীথ
অধীন	ঈষৎ	করণীয়	ক্ষীণজীবী	গ্রীবা	তিতীর্ষু	দ্বিতীয়	নিশীথিনী
আত্মীয়	উড্ডীন	কালীন	কৌপীন	গ্রীষ্ম	তিন্তিড়ী	দ্বীপ (দ্বিপ: হস্তী)	সমীহ
আভীর	উদীচী	কীচক	ক্ষুৎপীড়িত	সীতা	তীক্ষ্ণ	ধীবর	নীচ
আশীর্বাদ	উদীয়মান	কীট	গরীয়ান	চীন	তীব্র	নিবীত	নীড়
নীহার	প্রতীয়মান	বীণা	ভীরু	বীজ	ব্যতীত	শরীর	নীরব
পরীক্ষা	প্রবীণ	বীথি	ভীষণ	বীজন	ভীত	শর্বরী	নীরস
পিপীলিকা	প্রাচীন	বিবাদী	ভগীরথ	শীঘ্র	ভীম	শালীন	নীরোগ
পীঠ	প্রীত	বীপ্সা	ভাগীরথী	শীতল	সুধী	শিরীষ	মরীচিকা
পীড়া	প্রীতি	বীভৎস	মঞ্জরী	সীমা	শ্রীপদ	শীকর	মহী
পীযুষ	বাল্মীক	বীর	প্রতীচ্য	স্ফীত	শীল	সম্মুখীন	মহীয়ান
পৃথিবী	বাল্মীকি	বুদ্ধিজীবী	প্রতীচী	হরীতকী	সমীচীন	সমীপ	মীমাংসা
প্রতীক	বাণী	ব্রীহি	প্রতীতি	সীমান্ত	শীতাতপ	সমীরণ	সরীসৃপ
প্রতীক্ষা	বিকীর্ণ	বেণী	বিপরীত	সুশ্রী	শীর্ণ		

♦ উ বা ঊ-কার যুক্ত স্ত্রীবাচক শব্দ: বধূ, শ্বশ্রূ ইত্যাদি।

➤ ঊ-কার যুক্ত বিবিধ শব্দ:

অনসূয়া	ঊর্মিলা	ঘূর্ণন	সূর	দূষক	পূর্তি	সূত	ভূ
অসূয়া	ঊর্বর (উর্বর)	ঘূর্ণি	তাম্রকূট	দূষণীয়	পূষা	নিষ্ঠ্যূত	ভূত
আহূত	ঊষর	ঘূর্ণমান	তূণ	দূষিত	পূর্ব	নূতন	ভূমা
ঊর্মি	ঊষা	ঘূর্ণায়মান	সূদন	দ্যূত	প্রতিভূ	নূপুর	ভূমি
উদূখল	ঊহ্য	দূরীভূত	তূর্য	চমূ	ত্যূষ (প্রত্যূষ)	ন্যূনতম	ভূয়ঃ
উলূক	কূট	চূড়া	তূর্ণ	ধূম	প্রসূ	পীযূষ	পূপ
ঊঢ়	কূর্ম	চূত	তূলিকা	ধূম্র	প্রসূত	পূত	পূরক
ঊন	কূল	চূর্ণ	তূলী	ধূপ	প্রসূতি	পূতি	পূরণ
ঊরু	কৌতূহল	চূষ্য	দুকূল	ধূর্জটি	প্রসূয়	মূর্ছা	মূল্য
ঊর্ণনাভ	গণ্ডূষ	জাগরূক	দূত	ধূর্ত	বাবদূক	মূর্ত	মূষিক
ঊর্ণা	গূঢ়	জীমূত	দূর	ধূলি	বিদূষক	মূর্তি	মণ্ডূক
ঊর্ধ্ব	গোধূম	জ্ঞানভূষিত	দূর্বা	ধূসর	ব্যূহ	মূর্ধন্য	মন্ডূর
মূঢ়	মূত্র	পূতিকা	সম্ভূয়	ভূতি	সূক্ত	সূচনা	ময়ূখ
ময়ূর	মূর্খ	যবাগূ	সমূহ	ভূষণ	সূক্ষ্ম	হূন	স্তূপ
মুহূর্ত	মুমূর্ষু	যূথ	সম্ভূয়	ভ্রূ	সূচি	সূচক	শূদ্র
মূক	মরুভূমি	যূতিকা	যূনী	রূঢ়	ভ্রূণ	যূপ	স্ফূর্তি
শার্দূল	শূক	শুশ্রূষা	রূপ	সূত্র	সূপ	যূষ	সূর্য
শূন্য	শূকর	শূল					

♦ অদ্ভুত, ভুতুড়ে ছাড়া সব ভূত ঊ-কার হবে। যেমন- উদ্ভূত, পরাভূত, দূরীভূত, বিস্মৃত, অভূতপূর্ব প্রভৃতি।

➤ চন্দ্রবিন্দু-যুক্ত শব্দ: মূল শব্দে ঙ, ঞ, ণ, ন, ম থাকিলে তাহার পূর্বস্বরে চন্দ্রবিন্দু যুক্ত হয়। যেমন–

আঁধার	গোঁফ	দাঁড়ি	পাঁচ	কাঁটা (কণ্টক)	দাঁত	পাঁজি	বাঁকা
আঁক (অঙ্ক)	ছেঁড়া	ধাঁধা	বাঁশ	শাঁখ	ছোঁ	হাঁস	ছোঁয়াচে
হাঁটা	ছোঁয়া						

♦ ড়- যুক্ত শব্দ: আগড়, কড়াই, কড়া, পড়া (পীঠ), পাহাড়, বড়, বুড়া প্রভৃতি।

➤ ব-ফলা যুক্ত কয়েকটি শব্দ। যেমন–

উচ্ছ্বাস	বন্ধুত্ব	শ্বাস	স্বচ্ছ	বিশ্বস্ত	পক্ব	স্বাদ	সান্ত্বনা
উজ্জ্বল	প্রজ্বলিত	শ্বশ্রূ	স্বাচ্ছন্দ	বিশ্বাস	মহত্ত্ব	স্বত্ব	স্বায়ত্ত
ঊর্ধ্ব	প্রতিদ্বন্দ্বী	শ্বশুর	স্বীকার	সরস্বতী	স্বাধীন	স্বাক্ষর	বিদ্বান
দ্বন্দ্ব	পার্শ্ব	শাশ্বত	স্বার্থ (সার্থক)	স্বরূপ	স্বস্তি	স্বতন্ত্র	সত্ত্ব (সত্তা)

♦ বিস্ময়সূচক অব্যয় (যেমন: বাঃ / ছিঃ / উঃ ইত্যাদি) ছাড়া শব্দের শেষে বিসর্গ (ঃ) থাকবে না। যেমন–

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
প্রধানতঃ	প্রধানত	বস্তুতঃ	বস্তুত	প্রায়শঃ	প্রায়শ	কার্যতঃ	কার্যত

➤ বিসর্গ (ঃ) যুক্ত শুদ্ধ শব্দ:

অতঃপর	দুঃসময়	দুঃস্বপ্ন	মনঃকষ্ট	শিরঃপীড়া	স্বতঃস্ফূর্ত	দুঃশাসন	দুঃসাধ্য
ইতঃপূর্বে	দুঃসহ	নিঃসন্দেহ	মনঃক্ষুণ্ন				

♦ যে-কোনো দেশ, ভাষা ও জাতির নাম লিখতে ই-কার (ি) হবে। যেমন–

দেশ : আমেরিকা, গ্রিস, জার্মানি, ইতালি, হাঙ্গেরি ইত্যাদি।
ভাষা : আরবি, হিন্দি, ফারসি, ইংরেজি, গ্রিক ইত্যাদি।
জাতি : বাঙালি, পর্তুগিজ, তুর্কি, বিহারি, ইরানি, আফগানি ইত্যাদি।

♦ অপ্রাণিবাচক শব্দ ও ইতর প্রাণিবাচক অ-তৎসম শব্দের শেষে ই-কার (ি) হবে।

অপ্রাণিবাচক শব্দ : বাড়ি, গাড়ি, শাড়ি, চাবি ইত্যাদি।
ইতর প্রাণিবাচক শব্দ: পাখি, হাতি, মুরগি, চড়ুই ইত্যাদি।
তৎসম স্ত্রীবাচক শব্দের শেষে সর্বদা ঈ-কার হবে। যেমন- জননী, স্ত্রী, নারী, সাধ্বী ইত্যাদি।

➤ **বিদেশি শব্দের বানানে (ষ, ণ, ছ, ঢ়, ড়) এই পাঁচটি বর্ণ ব্যবহার করা যাবে না। যেমন–**

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ইছলাম	ইসলাম	ব্যারিষ্টার	ব্যারিস্টার	খ্রিষ্টাব্দ	খ্রিস্টাব্দ	ষ্টেশন	স্টেশন
কর্ণেল	কর্নেল	বামুণ	বামুন	পোষ্ট	পোস্ট	ষ্টুডিও	স্টুডিও

➤ **বাংলা বানান রীতি অনুযায়ী একই শব্দের দুটি বানানই শুদ্ধ। যেমন–**

অন্তরীক্ষ-অন্তরিক্ষ	কুমির-কুমীর	নিমিষ-নিমেষ	মসুর-মসূর	কিশলয়-কিসলয়	দেবকী-দৈবকী
অন্তঃস্থ-অন্তস্থ	গাড়ি-গাড়ী	প্রতিকার-প্রতীকার	রজনি-রজনী	কলস-কলশ	দিঘি-দীঘি
ঈর্ষা-ঈর্ষ্যা	তরণি-তরণী	পাখি-পাখী	শ্রেণি-শ্রেণী	কুটির-কুটীর	দাদি-দাদী
বাড়ি-বাড়ী	স্বামি-স্বামী	বাঁশি-বাঁশী	সূচি-সূচী	মর্ত-মর্ত্য	হাতি-হাতী

➤ **ষ/ স সংক্রান্ত সমস্যা:**

ক. ই/উ যুক্ত বিসর্গ (ঃ) এর পর ক, খ, প, ফ থাকলে সাধারণত 'ষ' হবে। যেমন– আবিষ্কার, পরিষ্কার, দুষ্কর, দুষ্কার্য, নিষ্কলঙ্ক, জ্যোতিষ্ক প্রভৃতি।

খ. অ-যুক্ত বা মুক্ত বর্ণের পরে সাধারণত 'স' হবে। যেমন– নমস্কার, তিরস্কার, কুসংস্কার।

➤ **আলি প্রত্যয়যুক্ত শব্দে সর্বদা ই-কার হবে। যেমন–**

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
খেয়ালী	খেয়ালি	মিতালী	মিতালি
গীতালী	গীতালি	রূপালী	রূপালি
বর্ণালী	বর্ণালি	সোনালী	সোনালি

➤ **রেফ পরে ব্যঞ্জনবর্ণে দ্বিত্ব হবে না। যেমন–**

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
কার্ত্তিক	কার্তিক	নির্দ্দিষ্ট	নির্দিষ্ট
কার্য্য	কার্য	পর্ব্বত	পর্বত
ধর্ম্মসভা	ধর্মসভা	মাধুর্য্য	মাধুর্য

➤ **লিঙ্গ-ঘটিত অশুদ্ধি:**

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অধীনী	অধীনা	দিগম্বরী	দিগম্বর	চাতকিনী	চাতকী	বন্দিনী	বন্দী
অনাথিনী	অনাথা	নিরাপরাধিনী	নিরাপরাধা	চতুর্থা	চতুর্থী (কন্যা)	বিহঙ্গিনী	বিহঙ্গী
অভাগিনী	অভাগা	নির্দোষিনী	নির্দোষা	ভুজঙ্গিনী	ভুজঙ্গা	বৈবাহিকা	বৈবাহিকী
অপ্সরী	অপ্সরা	পণ্ডিতানী	পণ্ডিতা	রজকিনা	রজকী/রজকিনী	বিষহরী	বিষহরা
অর্ধাঙ্গিনী	অর্ধাঙ্গী	নাগিনী	নাগী	সুকেশীনী	সুকেশী/সুকেশা	সর্পিনী	সর্পী
গোপিনী	গোপী	পিশাচিনী	পিশাচী	শুদ্রাণী	শূদ্রা / শূদ্রী	শিষ্যাণী	শিষ্যা

➤ **সন্ধি-ঘটিত অশুদ্ধি:**

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অধঃগতি	অধোগতি	ব্যাবধান	ব্যবধান	জগচন্দ্র	জগৎচন্দ্র	মনযোগ	মনোযোগ
অদ্যপি	অদ্যাপি	ব্যপার	ব্যাপার	বাগেশ্বরী	বাগীশ্বরী	মনান্তর	মনোন্তর
উপরোক্ত	উপর্যুক্ত	বশম্বদ	বশংবদ	তেজচন্দ্র	তেজশ্চন্দ্র	যশলাভ	যশোলাভ
এতদ্বারা	এতদ্দ্বারা	বন্দোপাধ্যায়	বন্দ্যোপাধ্যায়	তেজেন্দ্র	তেজ-ইন্দ্র	যশপ্রভা	যশঃপ্রভা
কিম্বা	কিংবা	মরুদ্যান	মরূদ্যান	তিরষ্কার	তিরস্কার	শিরোপরি	শিরউপরি
কিম্বদন্তি	কিংবদন্তী	মনোকষ্ট	মনঃকষ্ট	দুরাবস্থা	দুরবস্থা	শরদেন্দু	শরদিন্দু
চক্ষুন্মীলন	চক্ষুরুন্মীলন	মস্তোষ	মনস্তোষ	দুরাদৃষ্ট	দুরদৃষ্ট	শরচন্দ্র	শরচ্চন্দ্র
জ্যোতীন্দ্র	জ্যোতিরিন্দ্র	মনরথ	মনোরথ	নিরস	নীরস	শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ
জগৎবন্ধু	জগবন্ধু	মনমোহন	মনোমোহন	নিস্ফল	নিষ্ফল	শ্রদ্ধাঞ্জলী	শ্রদ্ধাঞ্জলি
পশ্বাধম	পশ্বধম	সন্মুখ	সম্মুখ	নিরোগ	নীরোগ	স্বয়ম্বর	স্বয়ংবর
ব্যাবসা	ব্যবসা	লজ্জাস্কর	লজ্জাকর	মৃত্যোত্তীর্ণ	মৃত্যুত্তীর্ণ	শিরোপীড়া	শিরঃপীড়া

➤ প্রত্যয়-ঘটিত অশুদ্ধি:

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
আলস্যতা	আলস্য	ভাগ্যমান	ভাগ্যবান	নিন্দুক	নিন্দক	সৌজন্যতা	সৌজন্য
ঐক্যতা	ঐক্য/একতা	মহিমাময়	মহিমময়	পরিত্যাজ্য	পরিত্যজ্য	সিঞ্চিন	সেচন
উৎকর্ষতা	উৎকর্ষ	সখ্যতা	সখ্য	প্রযুজ্য	প্রযোজ্য	সিঞ্চিত	সিক্ত
দারিদ্রতা	দারিদ্র্য	লক্ষীমান	লক্ষীবান	বিদ্যান	বিদ্বান	সৃজিত	সৃষ্ট
দোষণীয়	দূষণীয়	শমতা	শম	বরিত	বৃত		

➤ বচন-ঘটিত অশুদ্ধি: একই সাথে দুবার বহুবচন বাচক প্রত্যয় বা শব্দ ব্যবহৃত হয় না। যেমন–

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
সকল শিক্ষকগণ	সকল শিক্ষক / শিক্ষকগণ	যাবতীয় লোকসমূহ	যাবতীয় লোক
সকল পরীক্ষকগণ	সকল পরীক্ষক / পরীক্ষকগণ	যাবতীয় ভদ্রমহোদয়গণ	যাবতীয় ভদ্রমহোদয়/ভদ্রমহোদয়গণ
ব্রাহ্মণগণেরা	ব্রাহ্মণগণ	সুন্দর-সুন্দর বইগুলি	সুন্দর বইগুলি / সুন্দর সুন্দর বই
সব মাছগুলি	সব মাছ / মাছগুলি	নানাবিধ পক্ষীগণ	নানাবিধ পক্ষী
সকল ছাত্ররা	সকল ছাত্র / সব ছাত্র / ছাত্ররা	প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ	প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ
একশ বালকগণ	একশ বালক		

➤ অর্থ ও রীতি-ঘটিত অশুদ্ধি:

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অন্নকাপড়	অন্নবস্ত্র	অশ্রুজল	অশ্রু/নেত্রজল	যদ্যাপিও	যদ্যপি	কল্যাণবর	কল্যাণীয়বর
মড়াদাহ	শবদাহ	সমতুল্য	সম বা তুল্য	আগতকল্য	আগামীকল্য	কৌমারাবস্থ	কৌমার/কুমারাবস্থা
শবপোড়া	মড়াপোড়া	তথাপিও	তথাপি	আপ্রাণ	প্রাণপণ	প্রবীণ বৃক্ষ	প্রাচীনবৃক্ষ

➤ সংযুক্ত-বর্ণঘটিত ভুল:

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
আহ্নিক	আহ্নিক	ব্রাক্ষণ	ব্রাহ্মণ	পূর্বাহ্ন	পূর্বাহ্ণ	যক্ষা	যক্ষ্মা
মধ্যাহ্ন	মধ্যাহ্ন	চক্র	চক্র	অপরাহ্ন	অপরাহ্ণ	শত্রূ	শত্রু
সায়াহ্নে	সায়াহ্ন	রাক্ষস	রাক্ষস	আকাঙ্খা	আকাঙ্ক্ষা	ত্রূটি	ত্রুটি

➤ সমাস-ঘটিত অশুদ্ধি:

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
আকণ্ঠ পর্যন্ত	আকণ্ঠ	মৃগনয়ণী	মৃগনয়না	কালীদাস	কালিদাস	সক্ষম	ক্ষম
আমরণ পর্যন্ত	আমরণ	সুলোচনী	সুলোচনা	গুণীগণ	গুণিগণ	সাপরাধী	অপরাধী
আরোহীগণ	আরোহিগণ	সুকণ্ঠিনী	সুকণ্ঠ /সুকণ্ঠা	দেবীদাস	দেবিদাস	সানন্দিত	আনন্দিত
নিষ্পাপী	নিষ্পাপ	শ্বেতাঙ্গিনী	শ্বেতাঙ্গী/শ্বেতাঙ্গা	যোগীবৃন্দ	যোগিবৃন্দ	সবিনয়পূর্বক	সবিনয়ে
নিরপরাধী	নিরপরাধ	মহারাজা	মহারাজ	শশীভূষণ	শশিভূষণ	সপ্রণত	প্রণত
নীর্দোষী	নীর্দোষ	মহাত্মাগণ	মহাত্মগণ	স্বামীপুত্র	স্বামিপুত্র	গৃহীতা	গ্রহীতা
নিষ্কলঙ্কী	নিষ্কলঙ্ক	রাজাগণ	রাজগণ	স্থায়ীভাবে	স্থায়িভাবে	পিতামাতা	মাতাপিতা
নির্ধনী	নির্ধন	নির্বিরোধী	নির্বিরোধ	চণ্ডিদাস	চণ্ডীদাস	ভ্রাতাষ্পুত্র	ভ্রাতুষ্পুত্র
নীরোগী	নীরোগ	সশঙ্কিত	সশঙ্ক	কেবলমাত্র	কেবল	বীনাপানি	বীণাপাণি

➤ বিবিধ শুদ্ধ শব্দ:

অধ্যবসায়	গার্হস্থ্য	পল্বল	যশস্বিনী /যশস্বতী	আভ্যন্তর	জ্যোৎস্না	ব্যাকুল	সমিতি
অমাবস্যা	গর্দভ	পরিপক্ব	যুধ্যমান	আকাঙ্ক্ষা	জবা কুসুম	ব্যাধি	সস্ত্রীক
অধোগতি	গ্রীষ্ম	পরিত্রাণ	রূগ্ণ	আয়ত্ত	জ্বালাময়ী	বৈশিষ্ট্য	সারথি
অনুজ	গুণগ্রাহী	পিশাচ	রোগগ্রস্ত	আভিধানিক	কৃতিত্ব	বৈদগ্ধ্য	সমভিব্যাহারে
অতিথি	গোধূলি	পোশাক	লবণ	আবির্ভাব	ত্রস্ত	বিদূষী	সামর্থ্য
অন্তর্ভুক্ত	ঘনিষ্ঠ	প্রত্যন্ত	লক্ষ্মী	আদ্যাক্ষর	তিতিক্ষা	বৃশ্চিক	সদ্যোজাত
অভিশাপ	চলাকালে	প্রকৃতি	লক্ষ্য	আদ্যন্ত	তেজস্ক্রিয়তা	বন্ধন	সন্ন্যাসী
অনুশাসন	ছান্দসিক	পরমারাধ্য	যৌবন সূর্য	ইন্দ্রিয়	ত্যাজ্য	বিমর্ষ	সংশপ্তক
অহোরাত্র	জন্মবার্ষিক	বৃহদার্থ	শ্মশান	ইতোমধ্যে	তিমির বিদারী	ভীতু	সলিলসমাধি
অধ্যয়ন	জ্যোতির্ময়	বৈয়াকরণ	শকট	ইয়ত্তা	দুর্দশাগ্রস্ত	ভৌগোলিক	হিরণ্ময়
অত্যধিক	জাজ্বল্যমান	বিদেশী	শাশুড়ি	ইন্দ্রজালিক	দুর্গ	ভুল	সংশ্রব
আপাদমস্তক	জ্যামিতি	বিকেন্দ্রীকরণ	সখিত্ব	ঐন্দ্রজালিক	দুর্লভ	ভদ্রোচিত	সুশ্রী

আশিস	জ্যৈষ্ঠ	বিশেষণ	শুচিস্মিতা	উদগীরণ	দৌরাত্ম্য	ভূম্যধিকারী	স্রষ্টা
ঊর্ধ্বগামী	নৈর্ঋত	মুহুর্মুহু	স্থিতপ্রজ্ঞ	উপযোগিতা	দায়িত্ব	মনীষী	সুধীর
উচ্ছৃঙ্খল	নিরহংকার	মাদ্রাসা	সৌপ্তিক	উদ্বিগ্ন	ধারণ	মোহ্যমান	সাক্ষ্যদান
ঐকতান	নিবাত	মানসিক	সৌন্দর্য	কৃত্তিবাস	প্রবহমান	যাচ্‌ঞা	যশোধন
ঋষি	প্রকুপিত	মৃন্ময়	হরিণ	কুজ্ঝটিকা	পুঙ্খানুপুঙ্খ	যশোলাভ	কুম্ভিলক
কৃচ্ছ্রসাধন	প্রাণিকুল	মনোমুগ্ধকর	সুপ্ত	সত্তা	বিভীষিকা	কৃষিজীবী	গলাধঃকরণ

এক কথায় উত্তর

১. **বাংলা একাডেমি কত সালে প্রমিত বাংলা বানান প্রণয়ন করে?**
উত্তর: ১৯৯২ সালে।

২. **জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কত সালে বানান খসড়া প্রস্তুত করে?**
উত্তর: ১৯৮৮ সালে।

৩. **প্রমিত বাংলা বানান নিয়ম কে চালু করে?**
উত্তর: বাংলা একাডেমি।

৪. **শব্দের শেষে ত্ব/তা/নী/ণী/তত্ব থাকলে পূর্বে 'ঈ'-কার কী হবে?**
উত্তর: 'ই'-কার।

৫. **'শেষে জগৎ, বাচক, বিদ্যা, সভা, পরিষদ প্রভৃতি পূর্বের ঈ-কার 'ই'-কার হবে'- ধরনের উদাহরণ-**
উত্তর: প্রাণিবিদ্যা, মন্ত্রিপরিষদ, প্রাণিবাচক প্রভৃতি।

৬. **অপ্রাণিবাচক শব্দ ও ইতর প্রাণিবাচক অ-তৎসম শব্দের শেষে কি বসে?**
উত্তর: 'ই' (ি)- কার হবে।

৭. **তৎসম স্ত্রীবাচক শব্দের শেষে সর্বদা কি বসে?**
উত্তর: 'ঈ' কার হবে।

৮. **বিদেশি শব্দের বানানে হয় না কোন বর্ণগুলো?**
উত্তর: ষ, ণ, ছ, ঢ়, ড় পাঁচটি বর্ণ।

৯. **দেশ, ভাষা ও জাতির নাম লিখতে কি ব্যবহার হবে?**
উত্তর: 'ই'-কার।

১০. **দেশ, ভাষা, জাতির নাম লিখতে 'ই'-কারের ব্যতিক্রম কোনটি?**
উত্তর: চীন, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ।

১১. **'আলি' প্রত্যয়যুক্ত শব্দে সর্বদা কি হবে?**
উত্তর: 'ই' কার হবে।

১২. **'অপ্রাণিবাচক শব্দ ও ইতর প্রাণিবাচক অ-তৎসম শব্দের শেষে 'ই'-কার (ি) হবে'- এ ধরনের উদাহরণ কোনগুলো?**
উত্তর: বাড়ি, গাড়ি, হাতি, চড়ুই, পাখি ইত্যাদি।

Teacher's Work

১. **ভুল বানান কোনটি?** [৪৩তম বিসিএস]
ক ভূবন খ অন্তঃসার গ মুহূর্ত ঘ অদ্ভুত — ক

২. **কোন বানানটি শুদ্ধ?** [৪১তম বিসিএস]
ক মনোকষ্ট খ মনঃকষ্ট গ মণকষ্ট ঘ মনকস্ট — খ

৩. **কোন বানানটি শুদ্ধ নয়?** [৩৩তম বিসিএস]
ক দরিদ্রতা খ উপযোগিতা গ শ্রদ্ধাঞ্জলি ঘ উর্দ্ধ — ঘ

৪. **কোনটি শুদ্ধ বানান?**
ক অধ্যাবসায় খ অধ্যাবশায় গ অধ্যবসায় ঘ অধ্যাবষায় — গ

৫. **কোনটি শুদ্ধ বানান?**
ক আদ্যোক্ষর খ আদ্যাক্ষর গ আদ্যক্ষর ঘ আদ্যাখর — খ

৬. **কোনটি শুদ্ধ বানান?**
ক গীতাঞ্জলী খ গিতাঞ্জলী গ গীতাঞ্জলি ঘ গিতাঞ্জলি — গ

৭. **কোনটি শুদ্ধ বানান?**
ক সমীচীন খ সমীচিন গ সমিচীন ঘ সমিচিন — ক

বাক্য শুদ্ধিকরণ

বাক্যে শুদ্ধ প্রয়োগবিধির জন্য ভাষা ও ব্যাকরণ বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা থাকা দরকার। ব্যাকরণগত নানা ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য বাক্য অশুদ্ধ হতে পারে। এ অধ্যায়ে বাক্য কী কী কারণে এবং কীভাবে অশুদ্ধ হতে পারে, তা আলোচনা করার চেষ্টা করবো। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমরা নিয়মের নাম দিয়েছি এবং কিছু উদাহরণ দিয়ে তা বোঝানোর চেষ্টা করেছি। উদাহরণ দেওয়ার সময় আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র থেকে প্রশ্ন দেওয়ার। আমরা সচরাচর যে ভুলগুলো করে থাকি সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে প্রদান করা হলো–

➢ সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণজনিত ভুল বা অশুদ্ধি: 'জানিবার ও বুঝিবার প্রবৃত্তি মানুষের মন থেকে যেদিন চলিয়া যাবে সেদিন মানুষ আবার পশুত্ব লাভ করবে।' এ বাক্যটিতে সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণের ফলে তা গুরুচণ্ডালী দোষে দুষ্ট।
সাধু (শুদ্ধ) রূপ: জানিবার ও বুঝিবার প্রবৃত্তি মানুষের মন হইতে যেইদিন চলিয়া যাইবে সেইদিন মানুষ আবার পশুত্ব লাভ করিবে।
চলিত (শুদ্ধ) রূপ: জানবার ও বুঝবার প্রবৃত্তি মানুষের মন থেকে যেদিন চলে যাবে সেদিন মানুষ আবার পশুত্ব লাভ করবে।

➤ **বানান অশুদ্ধি:**
অশুদ্ধ: আমি, 'গীতাঞ্জলী' পড়েছি। (বাক্যে ব্যবহৃত 'গীতাঞ্জলী' বানানটি ভুল)
শুদ্ধ: আমি 'গীতাঞ্জলি' পড়েছি।

➤ **পদের অপপ্রয়োগজনিত অশুদ্ধি:**
অশুদ্ধ: কাল বিতরণী হবে উৎসব স্কুলে আমাদের পুরস্কার অনুষ্ঠিত। (পদের সন্নিবেশ ঠিক না হওয়ায় ভাব প্রকাশ যথাযথ হয়নি)।
শুদ্ধ: কাল আমাদের স্কুলে পুরস্কার বিতরণী উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

অর্থ-সামঞ্জস্যহীন পদের ব্যবহার:

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ইক্ষুর চারা বপন করা হইল।	ইক্ষুর চারা রোপণ করা হইল।	গণিত খুব কঠিন।	গণিত খুব জটিল।
গোময় জ্বালানী কাষ্ঠরূপে ব্যবহার হয়।	গোময় জ্বালানীরূপে ব্যবহার হয়।	এই সভার ছাত্রগণ কর্তব্য নিরাকরণ করিবে।	এই সভার ছাত্রগণ কর্তব্য নির্ধারণ করিবে।
তাহার সাজ্ঞাতিক আনন্দ হইল।	তাহার প্রচুর আনন্দ হইল।	অধ্যাপনই ছাত্রদের তপস্য।	অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্য।
হস্তীটি অপরিসীম স্থুলাকায়।	হস্তীটি অত্যন্ত স্থুলকায়।	ছেলেটি ভয়ানক মেধাবী।	ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী।
বঙ্কিমের প্রতিভা ছিল অতি ভয়ঙ্কর।	বঙ্কিমের প্রতিভা ছিল অতি অসাধারণ।	আমরা উন্নতির পথে কুঠারাঘাত করিতেছি।	আমরা উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিতেছি।

➤ **বিশেষ্যের বিশেষণ-রূপে ব্যবহার:** শব্দে বিশেষ্যকে বিশেষণ-রূপে ব্যবহার করলে বাক্য অশুদ্ধির ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সুতরাং এ বিষয়ে বিশেষ বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
আমি অপমান হয়েছি।	আমি অপমানিত হয়েছি।	এ কথা প্রমাণ হয়েছে।	এ কথা প্রমাণিত হয়েছে।
আমি তোমার আগমন সংবাদে সন্তোষে হইয়াছি।	আমি তোমার আগমন সংবাদে সন্তুষ্ট হইয়াছি।	গহীন সংকট অবস্থায় পড়িয়াছে।	গহীন সংকটজনক অবস্থায় পড়িয়াছে।
সে আরোগ্য হয়েছে।	সে আরোগ্য লাভ করেছে।	তিনি এখন মৌনী আছেন।	তিনি এখন মৌন আছেন।
দেবী অন্তর্ধান হইবেন।	দেবী অন্তর্হিত হইবেন।	গৌরব লোপ হইয়াছে।	গৌরব লোপ পাইয়াছে।
জ্বর হ্রাস হইয়াছে।	জ্বরের হ্রাস হইয়াছে।	তার এখন সঙ্কট অবস্থা।	তার এখন সঙ্কটাপন্ন অবস্থা।
আমার কথাই প্রমাণ হলো।	আমার কথাই প্রমাণিত হলো।	তাহার জীবন সংশয়পূর্ণ।	তাহার জীবন সংশয়াপূর্ণ।

বিশেষণের বিশেষ্যের ন্যায় ব্যবহার:

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ইহার আবশ্যক নাই।	ইহার আবশ্যকতা নাই।	আমি সাক্ষী দিয়েছি।	আমি সাক্ষ্য দিয়েছি।
ইদানিং সাবকাশ নাই।	ইদানীং অবকাশ নাই।	তদ্দৃষ্টে লিখিত হইল।	তদ্দর্শনে লিখিত হইল।

➤ **বচনঘটিত শুদ্ধিকরণ:** একই সাথে দুবার বহুবচন বাচক প্রত্যয় বা শব্দ ব্যবহৃত হয় না। একটি বাক্যে একাধিকবার বহুবচনবাচক প্রত্যয় বা শব্দ 'বাহুল্য-দোষ' ঘটে।
যেমন–

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
সকল শিক্ষকগণ আজ উপস্থিত।	সকল শিক্ষক আজ উপস্থিত।	সদাসর্বদা তোমার উপস্থিত প্রার্থনীয়।	সর্বদা তোমার উপস্থিত প্রার্থনীয়।
প্রত্যেক শিক্ষকগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।	প্রত্যেক শিক্ষক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।	সর্ব বিষয়ে বাহুল্যতা বর্জন করা উচিত।	সর্ব বিষয়ে বাহুল্য বর্জন করা উচিত।
সকল আলেমগণ আজ উপস্থিত।	সকল আলেম আজ উপস্থিত।	অন্নাভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার।	অন্নাভাবে প্রতি ঘরে হাহাকার।
সব ছাত্ররা আজ উপস্থিত।	সব ছাত্র আজ উপস্থিত।	সকল সভ্যগণ এখানে উপস্থিত ছিলেন।	সকল সভ্য এখানে উপস্থিতি ছিলেন।
নীরোগ লোকরা যথার্থ সুখী।	নীরোগ লোক যথার্থ সুখী।	চোরটি সব মালসুদ্ধ ধরা পড়েছে।	চোরটি মালসুদ্ধ ধরা পড়েছে।
সকল মানুষেরাই মরণশীল।	মানুষ মরণশীল।	সমুদয় পক্ষীরাই নীড় বাঁধে।	সমুদয় পক্ষী নীড় বাঁধে।

➤ **লিঙ্গঘটিত শুদ্ধিকরণ:** সাধারণত পুংলিঙ্গ থেকে স্ত্রীলিঙ্গে অথবা স্ত্রীলিঙ্গ থেকে পুংলিঙ্গে রূপান্তরকালে কিছু প্রত্যয়, অতিরিক্ত শব্দ বা শব্দাংশ যুক্ত করতে হয়; যা না হলে ব্যাকরণজনিত ভুল দেখা দেয়। বিধেয় বিশেষণ অর্থাৎ বিশেষ্যের পরবর্তী বিশেষণে স্ত্রীবাচক হয়না। যেমন–

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
মেয়েটি পাগলি হয়ে গেছে।	মেয়েটি পাগল হয়ে গেছে।	আজকালকার মেয়েরা যেমন মুখরা, তেমনি বিদ্বান।	আজকালকার মেয়েরা যেমন মুখরা, তেমনি বিদুষী।
রহিমা পাগলি হয়ে গেছে।	রহিমা পাগল হয়ে গেছে।	রাজা পাপিষ্ঠ রানীকে শাস্তি দিলেন।	রাজা পাপিষ্ঠা রানীকে শাস্তি দিলেন।
আসমা ভয়ে অস্থিরা।	আসমা ভয়ে অস্থির।	সে এমন রূপসী যেন অপ্সরা।	সে এমন রূপবতী যেন অপ্সরা।

➤ **অন্বয়ঘটিত শুদ্ধিকরণ:** বাগ্‌ভঙ্গি এবং প্রমিত ভাষা ব্যাকরণের সাথে সাথে সব সময় চলে না। অর্থের দিকে এবং বক্তার আবেগের মাত্রার দিকে সচেতন থাকলে এসব অশুদ্ধি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। যেমন−

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অদ্য সভায় মহতী অধিবেশন হইবে।	অদ্য মহতী সভার অধিবেশন হইবে।
সহসা আগুন লাগায় ও খেলা পণ্ড হইল।	সহসা আগুন লাগিল ও খেলা পণ্ড হইল।
এই স্কুলে যে-কয়জন শিক্ষক আছেন, তাঁর মধ্যে জলিলই শ্রেষ্ঠ।	এই স্কুলে যে-কয়জন শিক্ষক আছেন, তাঁর মধ্যে জলিল সাহেবই শ্রেষ্ঠ।

➤ **অর্থ-সামঞ্জস্যহীন বাক্যের ব্যবহার:** অর্থ-সামঞ্জস্যহীন বাক্য বা শব্দে অতিব্যবহার বাক্য অশুদ্ধির ক্ষেত্রে অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। অর্থ প্রকাশের জন্য শব্দ নির্দিষ্ট একটি মাত্রায় ব্যবহার করা জরুরি নতুবা বাক্যে অর্থের বিপর্যয় ঘটে। যেমন−

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
শুধুমাত্র গায়ের জোরে কাজ হয় না।	শুধু গায়ের জোরে কাজ হয় না।
তাহার বৈমাত্রেয় সহোদর অসুস্থ।	তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা / ভাই অসুস্থ।
আপনি আগত কল্য আসিবেন।	আপনি আগামী কল্য আসিবেন।
তাহার হৃদি কমলে জ্ঞানের বীজ উপ্ত হইল।	তাহার হৃদয় ক্ষেত্রে জ্ঞানের বীজ উপ্ত হইল।
তাহার অন্তর অজ্ঞান-সমুদ্রে আচ্ছন্ন।	তাহার অন্তর অজ্ঞান-সমুদ্রে নিমজ্জিত অথবা অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন।
কথাটা তিনি কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করিলেন।	কথাটা শুনিয়া তিনি কপটাশ্রু বিসর্জন করিলেন/কথাটা শুনিয়া তিনি মায়া-কান্না জুড়িয়া দিলেন।
ছেলেটি বংশের মাথায় চুনকালি দিল।	ছেলেটি বংশের মুখে চুনকালি দিল।
কথাটা আমার স্মৃতিপটে জাগরূক আছে।	কথাটা আমার স্মৃতিপটে অঙ্কিত আছে।
গঙ্গায় তরঙ্গের ঢেউ প্রবাহিত হইতেছে।	গঙ্গায় তরঙ্গের হিল্লোল খেলিতেছে।

➤ **কি ও কী সমস্যা: প্রশ্নবোধক বাক্যে যে সকল প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ/না দ্বারা দেওয়া যায় সেগুলোতে 'কি' হবে ও যে সকল প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ/না দ্বারা দেওয়া যায় না সেগুলোতে 'কী' হবে এবং বিস্ময়সূচক বাক্যে কী হবে। যেমন−**

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
তুমি কী আজ যাবে?	তুমি কি আজ যাবে?	কি ভয়ানক বিপদ!	কী ভয়ানক বিপদ!
তুমি কী ঢাকা যাবে?	তুমি কি ঢাকা যাবে?		

➤ **বিবিধ অশুদ্ধি:**

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
আমি সন্তোষ হলাম।	আমি সন্তুষ্ট হলাম।	হাসান হলো আমার ভ্রাতুস্পুত্র	হাসান আমার ভ্রাতুষ্পুত্র
দুর্বলতাবশঃ অনাথিনী বসে পড়ল।	দুর্বলতাবশত অনাথা বসে পড়ল।	নৌকার স্রোতে ভাসিয়ে চলিয়াছিল	নৌকা স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছিল
আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত	আপনি সপরিবারে আমন্ত্রিত	তার সাংস্কৃতিক নাই।	তার সংস্কৃতি নাই।
আমি কায়োমনো বাক্যে প্রার্থনা করি।	আমি কায়মনো বাক্যে প্রার্থনা করি।	বৃক্ষটি সমূলসহ উৎপাটিত হয়েছে।	বৃক্ষটি মূলসহ উৎপাটিত হয়েছে।
সায়াহ্নে সবাই বাড়ি ফিরছে।	সন্ধ্যায় সবাই বাড়ি ফিরছে।	কৃত্তিবাস বাঙলা রামায়ণ লিখেছেন	কৃত্তিবাস বাংলা রামায়ণ লিখেছেন
অন্নাভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার	অন্নাভাবে প্রতি ঘরে হাহাকার	দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়।	দীনতা প্রশংসনীয় নয়।
সাবধানপূর্বক চলবে।	সাবধানে চলবে।	একটি গোপন কথা বলি।	একটি গোপনীয় কথা বলি।
জ্ঞানী মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।	জ্ঞানী মূর্খ অপেক্ষা শ্রেয়।	'গীতাঞ্জলী' পড়েছ কি?	'গীতাঞ্জলি' পড়েছ কী?
বিদ্যান ব্যক্তিগণ দারিদ্রতার শিকার হন	বিদ্বান ব্যক্তিগণ দারিদ্র্যের শিকার হন	আবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।	আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।
এমন অসহ্যনীয় ব্যথা আমি আর কখনও অনুভব করি নাই	এমন অসহ্য ব্যথা আমি আর কখনও অনুভব করি নাই	যুক্তি খণ্ডিত হয়েছে কিন্তু মুক্তি মেলেনি	যুক্তি খণ্ডন হয়েছে কিন্তু মুক্তি মেলেনি
বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল দেশ	বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ	বিধি লঙ্ঘন হয়েছে।	বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে।
তাকে স্নেহাশীষ দিও।	তাকে স্নেহাশিস দিও।	সূর্য উদয় হয়েছে।	সূর্য উদিত হয়েছে।
তিনি আমার বইটি প্রকাশিত করেছেন	তিনি আমার বইটি প্রকাশ করেছেন	সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
বুনো কচু, বাঘা তেঁতুল	বুনো ওল, বাঘা তেঁতুল	দশচক্রে ঈশ্বর ভূত	দশচক্রে ভগবান ভূত
রচনাটির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য	রচনাটির উৎকর্ষ অনস্বীকার্য	সর্বদা পরিস্কার থাকিবে	সর্বদা পরিষ্কার থাকিবে
অনাবশ্যক ব্যাপারে কৌতুহল ভালো নয়	অনাবশ্যকীয় ব্যাপারে কৌতূহল ভালো নয়	তোমার গোপন কথা শোনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়	তোমার গোপনীয় কথা শোনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
লোকটি নিরপরাধী কিন্তু নিরহঙ্কারী নয়	লোকটি নিরপরাধ কিন্তু নিরহঙ্কার নয়	পরবর্তী কালে তার সাথে আমার আর সাক্ষাৎ হয়নি।	পরবর্তীতে তার সাথে আমার আর সাক্ষাৎ হয়নি।
কুলটা নারীকে বর্জন কর	কুলটা বর্জন কর	অন্যায়ের ফল আবশ্যক	অন্যায়ের ফল অনিবার্য
মনোরম উদানে ভ্রমণ দূরাকাঙ্খা	মনোরম উদ্যানে ভ্রমণ দূরাকাঙ্ক্ষা	আমি যেয়ে দেখি সব শেষ।	আমি গিয়ে দেখি সব শেষ।
দৈনতা সর্বদা মহত্ত্বের পরিচায়ক নয়।	দৈন্য সর্বদা মহত্ত্বের পরিচায়ক নয়।	বিদ্বান মূর্খ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর	বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ
আকণ্ঠ পর্যন্ত ভোজন করলাম	কণ্ঠ পর্যন্ত ভোজন করলাম	ওরা তাকে জিম্মিরূপে রেখে এখন তার ছেলের কাছে টাকা দাবি করেছে	ওরা তাকে জিম্মি করে রেখে এখন তার ছেলের কাছে টাকা দাবি করেছে
দারিদ্রতা বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা	দরিদ্রতা বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা		
	দারিদ্র্য বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা	বিবিধ জিনিসপত্র কিনলাম	বিবিধ জিনিস কিনলাম

এক কথায় উত্তর

১. **বাক্য শুদ্ধিকরণ কী?**
উত্তর: বাক্যের শুদ্ধ প্রয়োগবিধি।

২. **গুরুচণ্ডালী কী?**
উত্তর: সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ।

৩. **বচনঘটিত অশুদ্ধি কী?**
উত্তর: বাক্যে একাধিকবার বহুবচন বাচক প্রত্যয় বা শব্দের ব্যবহার করা।

৪. **কোনটি শুদ্ধ বাক্য?**
উত্তর: তাহার প্রচুর আনন্দ হইল।

৫. **'ছেলেটি ভয়ানক মেধাবী'- বাক্যটি কোন ধরনের অশুদ্ধ হয়েছে?**
উত্তর: অর্থ-সামঞ্জস্যহীন পদের ব্যবহার।

৬. **'এ কথা প্রমাণ হয়েছে'- এ বাক্যের শুদ্ধরূপ কী হবে?**
উত্তর: এ কথা প্রমাণিত হয়েছে।

৭. **'তাহার জীবন সংশয়পূর্ণ'- কাব্যটির শুদ্ধরূপ কী হবে?**
উত্তর: তাহার জীবন সংশয়াপূর্ণ।

৮. **'আমি সাক্ষী দিয়েছি'- বাক্যটির শুদ্ধরূপ কী হবে?**
উত্তর: আমি সাক্ষ্য দিয়েছি।

৯. **'সকল মানুষেরাই মরণশীল' এখানে কোন ধরনের অশুদ্ধি হয়েছে?**
উত্তর: বচনঘটিত ।

১০. **শুদ্ধ বাক্য কোনটি?**
উত্তর: সমুদয় পক্ষী নীড় বাঁধে।

১১. **'চোরাটি সব মালসুদ্ধ ধরা পড়েছে'- বাক্যটির শুদ্ধরূপ কী হবে?**
উত্তর: চোরটি মালসুদ্ধ ধরা পড়েছে।

১২. **'সর্ব বিষয়ে বাহুল্যতা বর্জন করা উচিত'- এ বাক্যের শুদ্ধরূপ কী হবে?**
উত্তর: সর্ব বিষয়ে বাহুল্য বর্জন করা উচিত।

১৩. **'রহিমা পাগলি হয়ে গেছে'- এ বাক্যের শুদ্ধরূপ কী হবে?**
উত্তর: রহিমা পাগল হয়ে গেছে।

১৪. **'সে এমন রূপসী যেন অপ্সরা'- বাক্যটির শুদ্ধরূপ কী হবে?**
উত্তর: সে এমন রূপবতী যেন অপ্সরা।

১৫. **'অদ্য সভায় মহতী অধিবেশন হইবে'- এখানে কোন ধরনের অশুদ্ধি হয়েছে?**
উত্তর: অন্বয়ঘটিত অশুদ্ধি।

১৬. **'তাহার বৈমাত্রেয় সহোদর অসুস্থ'- বাক্যটির শুদ্ধরূপ কী হবে?**
উত্তর: তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা/ভাই অসুস্থ।

১৭. **'গঙ্গায় তরঙ্গের ঢেউ প্রবাহিত হইতেছে'- এ বাক্যের শুদ্ধরূপ কী হবে?**
উত্তর: গঙ্গায় তরঙ্গের হিল্লোল খেলিতেছে।

১৮. **'কি ভয়ানক বিপদ'- বাক্যটির শুদ্ধরূপ কী হবে?**
উত্তর: কী ভয়ানক বিপদ!

১৯. **'হাসান হলো আমার ভ্রাতৃস্বপুত্র'- বাক্যটির শুদ্ধরূপ কী হবে?**
উত্তর: হাসান আমার ভ্রাতুষ্পুত্র।

২০. **'আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত'- বাক্যটির শুদ্ধরূপ নিরূপণ করো?**
উত্তর: আপনি সপরিবারে আমন্ত্রিত।

২১. **'বিধি লঙ্ঘন হয়েছে'- এ বাক্যের শুদ্ধরূপ কী হবে?**
উত্তর: বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে।

২২. **'দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়'- বাক্যটির শুদ্ধরূপে নিরূপণ কর।**
উত্তর: দীনতা প্রশংসনীয় নয়।

২৩. **'বিদ্বান মূর্খ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর'- বাক্যটির শুদ্ধরূপ কী হবে?**
উত্তর: বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

২৪. **'সাবধানপূর্বক চলবে'- বাক্যটির শুদ্ধরূপ কী হবে?**
উত্তর: সাবধানে চলবে।

২৫. **'অনাবশ্যক ব্যাপারে কৌতুহল ভালো নয়'- এ বাক্যের শুদ্ধরূপ নিরূপন কর?**
উত্তর: অনাবশ্যকীয় ব্যাপারে কৌতূহল ভালো নয়।

২৬. **'বুনো কচু, বাঘা তেঁতুল'- বাক্যটির শুদ্ধরূপ কী?**
উত্তর: বুনো ওল, বাঘা তেঁতুল।

২৭. **'একটি গোপন কথা বলি'- বাক্যটির শুদ্ধরূপ কী হবে?**
উত্তর: একটি গোপনীয় কথা বলি।

২৮. **'কুলটা নারীকে বর্জন কর'- এ বাক্যের শুদ্ধরূপ কী?**
উত্তর: কুলটা বর্জন কর।

২৯. **'বিবিধ জিনিসপত্র কিনলাম'- বাক্যটির শুদ্ধরূপ কী হবে?**
উত্তর: বিবিধ জিনিস কিনলাম।

Teacher's Work

১. **শুদ্ধ বাক্য নয় কোনটি?** [৪২তম বিসিএস]
ⓚ বিদ্বান হলেও তার কোনো অহংকার নেই।
ⓛ ইশ! যদি পাখির মত পাখা পেতাম।
ⓜ অকারণে ঋণ করিও না।
ⓝ হয়তো সোহমা আসতে পারে। **গ**

২. **কোন বাক্যটি শুদ্ধ?** [৩৩তম বিসিএস]
ⓚ দরিদ্রতা আমাদের প্রধান সমস্যা।
ⓛ তোমার গোপন কথা শোনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।
ⓜ সর্ব বিষয়ে বাহুল্যতা বর্জন করা উচিত।
ⓝ সলজ্জিত হাসি হেসে মেয়েটি উত্তর দিল। **ক**

৩. **কোন বাক্যটি শুদ্ধ?** [৩৫তম বিসিএস]
ⓚ দৈন্য সর্বদা মহত্ত্বের পরিচায়ক নয়
ⓛ দৈন্যতা সর্বদা মহত্ত্বের পরিচায়ক নয়
ⓜ দৈন্য সর্বদা মহত্ত্বের পরিচায়ক নয়
ⓝ দৈন্যতা সর্বদা মহত্ত্বের পরিচায়ক নয় **গ**

৪. **শুদ্ধ বাক্য কোনটি?**
ⓚ দুর্বলবশতঃ অনাথিনী বসে পড়ল
ⓛ দুর্বলতাবশত অনাথিনী বসে পড়ল
ⓜ দুর্বলতাবশত অনাথা বসে পড়ল
ⓝ দুর্বলবশতঃ অনাথা বসে পড়ল **গ**

৫. **কোন বাক্যটি শুদ্ধ?**
ⓚ তিনি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলেন
ⓛ তিনি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন
ⓜ তিনি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষি দিলেন
ⓝ তিনি তোমার বিরুদ্ধে স্বাক্ষ্য দিলেন **খ**

৬. **নিচের কোন বাক্যটি শুদ্ধ?**
ⓚ তার সাংস্কৃতি নাই ⓛ তার সাংস্কৃতি নাই
ⓜ তার সাংস্কৃতিক নাই ⓝ তার সংস্কৃতি নাই **ঘ**

৭. **কোনটি শুদ্ধ বাক্য?**
ⓚ বৃক্ষটি সমূলে উৎপাটিত হয়েছে
ⓛ তোমার সাথে গোপন পরামর্শ আছে
ⓜ আজকাল বিদ্বান মহিলার অভাব নেই
ⓝ মেয়েটি দারুণ সবুদ্ধিমতী **ক**

Unique Question for Student Practice

১. **ণ-ত্ব বিধি সাধারণত কোন শব্দে প্রযোজ্য?**
ⓚ বিদেশী ⓛ দেশী
ⓜ তৎসম ⓝ তদ্ভব **গ**

২. **ষ-ত্ব বিধি হল–**
ⓚ বাক্য গঠন রীতি ⓛ পদক্রম
ⓜ ষ এর ব্যবহার বিধি ⓝ শব্দের বুৎপত্তি নির্ণয় **গ**

৩. **'ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান' ব্যাকরণের কোন অংশের বিষয়?**
ⓚ ধ্বনিতত্ত্ব ⓛ রূপতত্ত্ব
ⓜ বাক্যতত্ত্ব ⓝ অভিধানতত্ত্ব **ক**

৪. **কোন শব্দটি ষ-ত্ব বিধানের নিয়মের বাইরে?**
ⓚ বিষয় ⓛ বর্ষা
ⓜ ভাষা ⓝ কষ্ট **গ**

৫. **ণ-ত্ব বিধানের নিয়ম অনুসারে কোন শব্দটি যথার্থ?**
ⓚ উত্তোরায়োণ ⓛ উত্তারায়ণ
ⓜ উত্তরায়ণ ⓝ উত্তরায়ন **গ**

৬. **নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?**
ⓚ আশাঢ় ⓛ আষাড়
ⓜ আসাঢ় ⓝ আষাঢ় **ঘ**

৭. **নিচের কোন শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য-ষ হয়েছে?**
ⓚ কৃষ্ণ ⓛ কল্যাণীয়েষু
ⓜ ভাষ্য ⓝ অভিষেক **গ**

৮. **কোনটি শুদ্ধ বানান?**
ⓚ দূষণ ⓛ দুষণ
ⓜ দুশন ⓝ দুশন **ক**

৯. **শুদ্ধ বাক্য নির্দেশ করুন–**
ⓚ দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয় ⓛ দীনতা প্রশংসনীয় নয়
ⓜ দৈন্যতা নিন্দনীয় ⓝ দৈন্যতা অপ্রশংসনীয় **খ**

১০. **শুদ্ধ বাক্যটি নির্দেশ করুন–**
ⓚ বিরাট গরু ছাগলের হাট ⓛ বিরাট গরু ও বিরাট ছাগলের হাট
ⓜ গরু-ছাগলের বিরাট হাট ⓝ বিরাট গবাদি পশুর হাট **গ**

১১. **'বিদ্বান মুর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর' বাক্যটির শুদ্ধরূপ কোনটি?**
ⓚ বিদ্যান মুর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ⓛ বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর
ⓜ বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ⓝ বিদ্বান মুর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ **গ**

১২. **কোন বাক্যটি শুদ্ধ?**
ⓚ ৫ জন ছাত্র স্কুল যায় ⓛ ৫ জন ছাত্রগণ স্কুল যায়
ⓜ ৫ জন ছাত্র স্কুলে যায় ⓝ কোনোটিই নয় **গ**

১৩. **কোন বাক্যটি শুদ্ধ?**
ⓚ আমি সন্তোষ হলাম ⓛ আমি সন্তোষ্ট হইলাম
ⓜ আমি সন্তুষ্ট হলাম ⓝ আমি সন্তুষ্ট হইলাম **গ**

১৪. **কোন বাক্যটি শুদ্ধ?**
ⓚ তুমি কি ঢাকা যাবে ⓛ তুমি কী ঢাকা যাবে
ⓜ তোমরা কী ঢাকা যাবে ⓝ তোমরা কী ঢাকায় যাবে **ক**

১৫. **'উৎকর্ষতা' কী কারণে অশুদ্ধ?**
ⓚ সন্ধিজনিত ⓛ প্রত্যয়জনিত
ⓜ উপসর্গজনিত ⓝ বিভক্তিজনিত **খ**

১৬. **প্রত্যয়গতভাবে শুদ্ধ কোনটি?**
ⓚ উৎকর্ষতা ⓛ উৎকর্ষ
ⓜ উৎকৃষ্ট ⓝ উৎকৃষ্টতা **খ**

১৭. কোন বানানটি শুদ্ধ?
(ক) অধীণ (খ) অধীন
(গ) অধিন (ঘ) অধিণ **খ**

১৮. কোনটি শুদ্ধ বানান?
(ক) উৎশৃঙ্খল (খ) উৎশৃংঙ্খল
(গ) উচ্ছৃঙ্খল (ঘ) উচ্ছৃংঙ্খল **গ**

১৯. কোনটি শুদ্ধ বানান?
(ক) জাজ্জ্বল্যমান (খ) জাজ্জল্যমান
(গ) জাজ্বল্যমাণ (ঘ) জাজ্বল্যমান **ঘ**

২০. কোন বানানগুচ্ছ শুদ্ধ?
(ক) অত্যাধিক, ব্যতিক্রম (খ) সখ্যতা, মৌন
(গ) নাবণ্য, পন্য (ঘ) ঘনিষ্ঠ, তিরস্কার **ঘ**

২১. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?
(ক) শসাংক (খ) শসাঙ্ক
(গ) শশাঙ্ক (ঘ) শষাঙ্ক **গ**

২২. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?
(ক) ক্ষুৎপীড়িত (খ) ক্ষুৎপিড়িত
(গ) ক্ষুতপীড়িত (ঘ) ক্ষুৎপিড়ীত **ক**

২৩. 'টাকা উপার্জনের লক্ষ নিয়ে একদা ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলাম, অর্থই যে সকল অনর্থের মূল তখনও তা জানতাম না' বাক্যটিতে কয়টি বানান ভুল আছে?
(ক) ২টি (খ) ৩টি
(গ) ৪টি (ঘ) ৫টি **ক**

২৪. শুদ্ধ বানান লিখিত শব্দগুচ্ছ দেখান?
(ক) সমিচিন, হরিতকি, বাল্মিকী
(খ) সমীচিন, হরিতকি, বাল্মিকি
(গ) সমীচীন, হরীতকী, বাল্মীকি
(ঘ) সমিচীন, হরীতকি, বাল্মিকি **গ**

২৫. কোন বানানটি সঠিক?
(ক) ধাঁধাঁ (খ) ধাধা
(গ) ধাধাঁ (ঘ) ধাঁধা **ঘ**

২৬. সঠিক বানান কোনটি?
(ক) শ্বাসুড়ি (খ) শ্বাশুড়ী
(গ) শাশুড়ি (ঘ) শাশুড়ী **গ**

২৭. কোনটি শুদ্ধ?
(ক) শ্বাস্বত (খ) শাশ্বত
(গ) শ্বাশদ (ঘ) স্বাসত **খ**

২৮. কোন বানানটি সঠিক?
(ক) স্বরসতী (খ) সরস্বতী
(গ) সরসত্বী (ঘ) স্বরসতি **খ**

২৯. ব্যাকরণগত বিবেচনায় শুদ্ধ শব্দটি নির্ণয় করুন–
(ক) আয়ত্তাধীন (খ) আয়ত্ত
(গ) আয়ত্ব (ঘ) আয়ত্বাধীন **খ**

৩০. ব্যাকরণগতভাবে শুদ্ধ বানান কোনটি?
(ক) নৈর্ঋত (খ) নৈঋিত
(গ) নৈঋত (ঘ) নৈহৃত **ক**

৩১. কোনটি শুদ্ধ?
(ক) সারথী (খ) সারথি
(গ) সাড়থী (ঘ) সাড়থি **খ**

৩২. শুদ্ধ শব্দগুচ্ছ শনাক্ত করুন–
(ক) স্বচ্ছন্দ, সচ্ছল, শিরোচ্ছেদ
(খ) ধৈর্য্য, স্থৈযতা, সখ্যতা
(গ) একত্রিত, অধীনস্থ, ভাষাভাষী
(ঘ) জন্মবার্ষিক, পরিষ্কার, পুরস্কার **ঘ**

৩৩. নিচের অশুদ্ধ বানানটি শনাক্ত করুন–
(ক) কিম্ভূত (খ) উদ্ভূত
(গ) অদ্ভূত (ঘ) অভূতপূর্ব **গ**

৩৪. শুদ্ধ বানান কোনটি?
(ক) পুরষ্কার (খ) পুরঃস্কার
(গ) পুরস্কার (ঘ) পুরুস্কার **গ**

৩৫. নিম্নের কোন বানানটি অশুদ্ধ?
(ক) ব্রাহ্মণ (খ) মনকষ্ট
(গ) দারিদ্র্য (ঘ) সমীচীন **খ**

৩৬. কোনটি সঠিক শব্দ?
(ক) আপদমস্তক (খ) আপাদমস্তক
(গ) আপদমস্ত (ঘ) আপাদমস্ত **খ**

৩৭. কোনটি সঠিক?
(ক) ভদ্রতাচিত (খ) ভদ্রচিত
(গ) ভদ্রোচিত (ঘ) ভদ্রতচিত **গ**

ব্যাখ্যা: বাংলা একাডেমি অনুসারে সঠিক বানান হবে– ভদ্রোচিত।

৩৮. কোন বানানটি শুদ্ধ?
(ক) শীতাতপ (খ) শীততাপ
(গ) শিততাপ (ঘ) শিতাতপ **ক**

৩৯. কোন শব্দটি শুদ্ধ বানানে লিখিত?
(ক) শরৎচন্দ্র (খ) বন্দোপাধ্যায়
(গ) দূর্যোগ (ঘ) সান্ত্বনা **ঘ**

৪০. বিশুদ্ধ বানান কোনটি?
(ক) অভিশাপ (খ) অভীশাপ
(গ) অভিসাপ (ঘ) অভিষাপ **ক**

৪১. দেশের ..... দূর করতে হলে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা দরকার।
(ক) দারিদ্য (খ) দরিদ্রতা
(গ) দারিদ্র্যতা (ঘ) দরিদ্র **খ**

৪২. নিচের কোন শব্দটি শুদ্ধ?
(ক) শ্রদ্ধাঞ্জলী (খ) সামঞ্জস্যতা
(গ) ইতোমধ্যে (ঘ) সখ্যতা **গ**

৪৩. নিচের কোন শব্দটি শুদ্ধ?
(ক) কৌতুহল (খ) কৌতূহল
(গ) কাংখিত (ঘ) শ্রদ্ধাঞ্জলী **খ**

৪৪. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?
(ক) শিরচ্ছেদ (খ) পিপিলিকা
(গ) আদ্যন্ত (ঘ) জগত **গ**

৪৫. কোন বানানগুচ্ছ শুদ্ধ?
ক) উৎকর্ষতা, আত্মসাৎ, আদ্র
খ) অভ্যন্তরীণ, আয়ত্ত্বধীন, অতীন্দ্রিয়
গ) কৌতূহল, কৃচ্ছ্রসাধন, ক্বচিৎ
ঘ) অনুষঙ্গ, অঙ্গীভূত, অলজ্জনীয় — গ

৪৬. কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক) বীকেন্দ্রিকরণ খ) বিকেন্দ্রিকরণ
গ) বিকেন্দ্রীকরণ ঘ) বীকেন্দ্রীকরণ — গ

৪৭. কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক) কনীনিকা খ) কনিনীকা
গ) কণিনিকা ঘ) কনিনিকা — ক

৪৮. নিচের কোন বানানগুচ্ছ শুদ্ধ?
ক) সমিচিন, বাল্মিকি খ) সমিচীন, বাল্মিকী
গ) সমীচীন, বাল্মীকি ঘ) সমীচীন, বাল্মিকী — গ

৪৯. শুদ্ধ বানান কোনটি?
ক) দীনতা খ) দৈন্যতা
গ) দীন্যতা ঘ) দিনতা — ক

৫০. কোন শব্দটি ভুল?
ক) মরূদ্যান খ) কটূক্তি
গ) পরিপক্ক ঘ) অঞ্জলি — গ

৫১. কোন বানানটি ভুল?
ক) উনিশ খ) দ্বন্দ্ব
গ) অধ্যায়ন ঘ) সহযোগিতা — গ

৫২. শুদ্ধ বানান কোনটি?
ক) অপরাহ্ন খ) অপরাহ্ণ
গ) অপরাণ্য ঘ) অপরান্য — খ

৫৩. শুদ্ধ শব্দ কোনটি?
ক) ব্যাকরণবিদ খ) বৈয়াকরণ
গ) ব্যাকরণিক ঘ) বৈয়াকরণিক — ক

৫৪. কোন ত্রয়ীর বানান শুদ্ধ?
ক) বিমর্ষ, মুমর্ষু, সংঘর্ষ খ) জায়মান, জম্বুবান, ভ্রাম্যমান
গ) বিঘুণ, বিঘোষণ, বিমদর্ণ ঘ) সত্তেও, সাত্বিক, সত্তা — খ

৫৫. কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক) মনমুগ্ধকর খ) মনোমুগ্ধকর
গ) মনোঃমুগ্ধকর ঘ) মনোমুগ্ধঃকর — খ

৫৬. কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক) সোন্দর্য খ) সৌন্দর্য
গ) সোন্দ্যর্য ঘ) সৌন্দর্য্য — খ

৫৭. কোনটি শুদ্ধ বানান?
ক) অগ্নিবীণা খ) অগ্নীবিণা
গ) অগ্নীবীনা ঘ) অগ্নিবিণা — ক

৫৮. কোন বাক্যটি শুদ্ধ?
ক) দরিদ্রতা আমাদের প্রধান সমস্যা।
খ) তোমার গোপন কথা শোনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।
গ) সর্ব বিষয়ে বাহুল্যতা বর্জন করা উচিত।
ঘ) সলজ্জিত হাসি হেসে মেয়েটি উত্তর দিল। — ক

৫৯. শুদ্ধ কোনটি?
ক) অন্নাভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার
খ) অন্ন ভাবে প্রতিটি ঘরে হাহাকার
গ) অন্ন ভাবে প্রতিটি ঘরে ঘরে হাহাকার
ঘ) অন্নাভাবে প্রতি ঘরে হাহাকার — ঘ

৬০. কোনটি শুদ্ধ বাক্য?
ক) অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা
খ) অধ্যায়ন ছাত্রদের তপস্যা
গ) অধ্যাপনাই ছাত্রদের তপস্যা
ঘ) অধ্যাপনা ছাত্রদের তপস্যা — ক

৬১. 'সকল ছাত্ররাই যথাসময়ে উপস্থিত হয়েছে।' বাক্যটিতে কি ধরনের ভুল আছে?
ক) বানান খ) পদ
গ) বচন ঘ) বিভক্তি — গ

৬২. কোনটি নিত্য মূর্ধন্য-ণ বাচক শব্দ?
ক) পুণ্য খ) গ্রহণ
গ) স্মরণ ঘ) অর্পণ — ক

৬৩. ষ-ত্ব বিধি অনুসারে কোন বানানটি ভুল?
ক) স্টেশন খ) সুষম
গ) মিথক্রিয়া ঘ) নিষ্পাপ — গ

৬৪. কোন শব্দে মূর্ধন্য-ণ এর ব্যবহার রয়েছে?
ক) চিহ্ন খ) অন্ন
গ) যত্ন ঘ) তৃষ্ণা — ঘ

৬৫. কোন শব্দটির বানান সঠিক?
ক) দোষণীয় খ) দূষণীয়
গ) দুষনিয় ঘ) দোষনীয় — খ

৬৬. কোনটি শুদ্ধ বানান?
ক) শশিভূসন খ) শশিভূষণ
গ) শসিভূষন ঘ) শশিভূসণ — খ

৬৭. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ নয়?
ক) সমীচীন খ) সান্ত্বনা
গ) মুমূর্ষু ঘ) ফটোষ্ট্যাট — ঘ

৬৮. কোন বানানটি সঠিক?
ক) মহর্সি খ) মহর্ষি
গ) মহর্ষী ঘ) মহর্শি — খ

৬৯. 'সুষমা' শব্দে যে নিয়মে 'ষ' বসে–
ক) 'স' এর পূর্বে বসেছে বলে
খ) 'ষম্' মূলরূপ থেকে উৎসারিত হওয়ায়
গ) 'উ' কারান্ত উপসর্গ পূর্বে আছে বলে
ঘ) স্বভাবত 'ষ' বসে — গ

৭০. কোন বাক্যটি শুদ্ধ?
ক) সর্বদা পরিষ্কার থাকিবে
খ) সর্বদা পরিষ্কৃত থাকিবে
গ) সর্বদা পরিষ্কারময় থাকিবে
ঘ) সর্বদা পরিষ্কৃতময় থাকিবে — ক

৭১. **নিপাতনে সিদ্ধ 'ষ' এর ব্যবহার হয়েছে কোনটিতে?**
ⓚ মুমূর্ষ ⓛ অনুষঙ্গ
ⓜ বর্ষণ ⓝ ভূষণ (উত্তর: ঘ)

৭২. **কোন বাক্যটি শুদ্ধ?**
ⓚ রহিমা পাগলি হয়ে গেছে
ⓛ রহিমা পাগল হয়ে গেছে
ⓜ রহিমা পাগলি হয়ে গেছে
ⓝ রহিমা পাগলী হয়ে গেছে (উত্তর: খ)

৭৩. **কোন বাক্যটি শুদ্ধ?**
ⓚ জ্ঞানি মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ
ⓛ জ্ঞানি মূলর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর
ⓜ জ্ঞানি মূর্খতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ
ⓝ জ্ঞানী মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (উত্তর: ঘ)

৭৪. **'এমন অসহ্যনীয় ব্যথা আমি আর কখনও অনুভব করি নাই'। বাক্যটির শুদ্ধরূপ কোনটি?**
ⓚ এমন অসহ্য ব্যথা আমি আর কখনও অনুভব করি নাই
ⓛ এমন অসহ্যনীয় ব্যথা আমি আর কখনও অনুভব করি নাই
ⓜ এমন অসহ্যনীয় ব্যথা আমি আর কখনও অনুভব করি নাই
ⓝ কোনোটিই নয় (উত্তর: ক)

৭৫. **'জনতা' শব্দটি ব্যাকরণের কোন নিয়মে গঠিত হয়েছে–**
ⓚ প্রত্যয়যোগে ⓛ উপসর্গযোগে
ⓜ সন্ধিযোগে ⓝ বচনের সাহায্যে (উত্তর: ক)

৭৬. **নিচের যে শব্দটিকে শাব্দিক অপপ্রয়োগ বলে বলে বিবেচনা করা যায়–**
ⓚ হোথায় ⓛ অশ্রুজল
ⓜ অম্বরতল ⓝ অন্ধআবেগ (উত্তর: খ)

৭৭. **কোন শব্দটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত?**
ⓚ অশ্রুজল ⓛ অঞ্জলি
ⓜ কিংশুক ⓝ প্রদীপ (উত্তর: ক)

৭৮. **কোন বানানটি শুদ্ধ?**
ⓚ প্রতিযোগিতা ⓛ সহযোগীতা
ⓜ বৈশিষ্ট্যতা ⓝ শ্রদ্ধাঞ্জলী (উত্তর: ক)

৭৯. **নিচের কোনটি সঠিক নয়?**
ⓚ পরিষ্কার ⓛ নমস্কার
ⓜ হিরনময় ⓝ দুষ্কর (উত্তর: গ)

৮০. **কোনটি সঠিক বানান?**
ⓚ পুঙ্খানুপুঙ্খ ⓛ পুঙ্খানুপূঙ্খ
ⓜ পুঙ্খনুপুঙ্খ ⓝ পুঙ্খনাপুঙ্খ (উত্তর: ক)

৮১. **কোন বানানটি শুদ্ধ?**
ⓚ অত্যধিক ⓛ অত্যাধিক
ⓜ অত্তাধিক ⓝ অত্যাধিক (উত্তর: ক)

৮২. **কোন বানানটি শুদ্ধ?**
ⓚ যালময়ি ⓛ জালাময়ী
ⓜ জ্বালাময়ি ⓝ জ্বালাময়ী (উত্তর: ঘ)

৮৩. **কোনটি শুদ্ধ বানান?**
ⓚ প্রজ্জ্বলিত ⓛ বৈশিষ্ট্যতা
ⓜ প্রবাহমান ⓝ ভূমধ্যাধিকারী (উত্তর: ক)

৮৪. **নিচের কোনটি অশুদ্ধ?**
ⓚ অহিংস-সহিংস ⓛ প্রসন্ন-বিষণ্ণ
ⓜ দোষী-নির্দোষী ⓝ নিষ্পাপ-পাপিনী (উত্তর: গ)

৮৫. **নিচের কোন বানানগুচ্ছের সবগুলো বানানই অশুদ্ধ?**
ⓚ নিক্কন, সূচগ্র, অনুর্ধ্ব
ⓛ অনূর্বর, ঊর্ধ্বগামী, শুদ্ধাশুদ্ধি
ⓜ ভূরিভূরি, ভূঁরিওয়ালা, মাতৃস্বসা
ⓝ রানি, বিবিরণ, দূরতিক্রম্য (উত্তর: ক)

৮৬. **প্রমিত বানানরূপ–**
ⓚ গলাধঃকরণ ⓛ গলধকরণ
ⓜ গলধঃকরণ ⓝ গলাধকরণ (উত্তর: ক)

৮৭. **শুদ্ধ বানান কোনটি?**
ⓚ সমীচিন ⓛ ভবিষ্যৎ
ⓜ আশির্বাদ ⓝ দীর্ঘজীবি (উত্তর: খ)

৮৮. **শুদ্ধ বানান কোনটি?**
ⓚ অনূশাসন ⓛ অনুসাশন
ⓜ অনুশাসণ ⓝ অনুশাসন (উত্তর: ঘ)

৮৯. **কোনটি শুদ্ধ বানান?**
ⓚ ঘূর্নায়মান ⓛ ঘুর্ণায়মান
ⓜ ঘূর্ণায়মান ⓝ ঘুর্নায়মান (উত্তর: গ)

৯০. **নিচের কোনটি শুদ্ধ বানান?**
ⓚ সত্যা ⓛ সত্ত্বা
ⓜ সত্ত্বা ⓝ মহাত্ব (উত্তর: খ)

৯১. **নিচের কোনটি শুদ্ধ শব্দ?**
ⓚ অন্তস্থল ⓛ অন্তঃস্থল
ⓜ অন্তস্তল ⓝ অন্ততল (উত্তর: গ)

৯২. **কোন শব্দটির প্রয়োগ শুদ্ধ?**
ⓚ লক্ষ্যণীয় ⓛ উপলক্ষ্য
ⓜ সৌন্দর্যতা ⓝ সুবুদ্ধিমান (উত্তর: খ)

৯৩. **কোন বানানটি শুদ্ধ?**
ⓚ মুমুক্ষু ⓛ মুমূক্ষু
ⓜ মূমুক্ষু ⓝ মূমূক্ষু (উত্তর: ক)

৯৪. **কোন বানানটি সঠিক?**
ⓚ বাল্মিকী ⓛ বাল্মিকি
ⓜ বাল্মীকি ⓝ বাল্মীকী (উত্তর: গ)

৯৫. **নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?**
ⓚ শুশ্রুষা ⓛ ত্রূটি
ⓜ মরুদ্যান ⓝ জাগরূক (উত্তর: ঘ)

৯৬. **নিচের কোন বানানটি সঠিক?**
ⓚ সাক্ষরতা ⓛ স্বাক্ষ্যরতা
ⓜ সাক্ষরতা ⓝ স্বাক্ষরতা (উত্তর: গ)

৯৭. **নিচের কোন বানানটি অশুদ্ধ?**
ⓚ দুষ্প্রাপ্য ⓛ পরষ্পর
ⓜ নিষ্পত্তি ⓝ স্নেহাস্পদ (উত্তর: খ)

৯৮. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?
ⓚ অনুসুয়া ⓛ অণুসূয়া
ⓜ অনসূয়া ⓝ অনূসূয়া — **গ**

৯৯. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?
ⓚ আকাংখা ⓛ কৃতিত্ব
ⓜ কার্য্য ⓝ অহঙ্কার — **খ**

১০০. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?
ⓚ আতংক ⓛ ভট্টাচার্য্য
ⓜ প্রবীণ ⓝ সম্পূর্ন — **গ**

১০১. নিচের কোন গুচ্ছ শব্দ শুদ্ধ?
ⓚ ঔষধ, বীণা, ত্রিনয়ন ⓛ হরিণ, বন্ধন, সোনা
ⓜ প্রান, খ্রিস্টান, পোসা ⓝ কষ্ঠ, স্তেশন, জিনিষ — **খ**

১০২. নিচের কোন বানানটি অশুদ্ধ?
ⓚ নারীত্ব ⓛ কৃতিত্ব
ⓜ সতিত্ব ⓝ ব্যক্তিত্ব — **গ**

১০৩. কোন শব্দটির বানান সঠিক?
ⓚ প্রতিযোগীতা ⓛ ভৌগলিক
ⓜ গুণিজন ⓝ মধ্যাহ্ন — **ঘ**

১০৪. নিচের কোন বানানটি ভুল?
ⓚ মুহূর্ত ⓛ শুশ্রূষা
ⓜ বুদ্ধিজীবি ⓝ দারিদ্র — **গ**

১০৫. নিচের কোন বানানটি অশুদ্ধ?
ⓚ নিস্পন্দ ⓛ নিষ্পন্ন
ⓜ নিষ্ফল ⓝ নিস্পৃহ — **ক**

১০৬. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?
ⓚ মনোস্তাপ ⓛ মনস্তাপ
ⓜ মনস্কামনা ⓝ মহত্ব — **খ**

১০৭. শুদ্ধ বানান কোনটি?
ⓚ ষ্টেশন ⓛ রুগ্‌ণ
ⓜ বিপ্রকর্স ⓝ সাধারন — **খ**

১০৮. কোন বানানটি শুদ্ধ?
ⓚ সচ্ছল ⓛ সচ্ছ্বল
ⓜ স্বচ্ছল ⓝ স্বচ্ছ্বল — **ক**

১০৯. কোন শব্দগুচ্ছ শুদ্ধ?
ⓚ আয়ত্ত্বাধীন, অহোরাত্রি, অদ্যপি
ⓛ গড্ডালিকা, চিন্ময়, কল্যান
ⓜ গৃহস্ত, গণনা, ইদানিং
ⓝ আবশ্যক, মিথস্ক্রিয়া, গীতালি — **ঘ**

১১০. কোনটি শুদ্ধ বানান?
ⓚ প্রজ্বল ⓛ প্রোজ্জল
ⓜ প্রোজ্বল ⓝ প্রোজ্জ্বল — **ঘ**

১১১. শুদ্ধ বানান কোনটি?
ⓚ আসক্তী ⓛ আসক্তি
ⓜ আশক্তি ⓝ আষক্তি — **খ**

১১২. কোনটি শুদ্ধ বাক্য?
ⓚ ইহার আবশ্যক নাই ⓛ বুনো ওল, বাঘা তেঁতুল
ⓜ বুনো কচু, বাঘা তেঁতুল ⓝ ইহা প্রমাণ হইয়াছে — **খ**

১১৩. 'রচনাটির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য' বাক্যটির শুদ্ধরূপ কোনটি?
ⓚ রচনাটির উৎকর্ষ অনস্বীকার্য
ⓛ রচনাটির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য
ⓜ রচনাটির উৎকর্স অনস্বীকার্য
ⓝ রচনাটির উৎকর্শ অনস্বীকার্য — **ক**

১১৪. 'সকল সভ্যগণ এখানে উপস্থিত ছিলেন' বাক্যটির শুদ্ধরূপ কোনটি?
ⓚ সকল সভ্যগণ এখানে উপস্থিত ছিলেন
ⓛ সকল সভ্য এখানে উপস্থিত ছিলেন
ⓜ সভ্যগণ এখানে উপস্থিত ছিলেন
ⓝ খ ও গ উভয়ই — **ঘ**

১১৫. নিচের কোন বাক্যটি শুদ্ধ?
ⓚ তিনি গুণীজন : সম্মান তাঁর প্রাপ্য
ⓛ দুষ্কৃতিকারীদের ছুটি দেওয়া উচিত নয়
ⓜ তিনি স্বস্ত্রীক বেড়াতে এসেছে
ⓝ ছেলেরা সকলে একত্রিত হয়ে খেলছে — **খ**

১১৬. নিচের কোন বাক্যটি অশুদ্ধ?
ⓚ নিশ্চিত সংবাদ পেয়েছ কী?
ⓛ চিক চিক করে বালি কোথা নাহি কাদা
ⓜ বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল দেশ
ⓝ রাঙ্গামাটি পার্বত্য এলাকা — **গ**

১১৭. 'ভাষার অপ-প্রয়োগ আছে যে বাক্যে–
ⓚ বুঝেছি, তুমি এ কাজ পারবে না।
ⓛ তিনি আমার বইটি প্রকাশ করেছেন।
ⓜ কোথায় আমরা একত্রিত হব?
ⓝ এত বিলম্ব কেনো? — **গ**

১১৮. কোন বাক্যটি শুদ্ধ প্রয়োগ হয়েছে?
ⓚ অন্যায়ের ফল অনিবার্য ⓛ অন্যায়ের ফল আবশ্যক
ⓜ বিধি লঙ্ঘন হয়েছে ⓝ কোথায় আমরা একত্র হব? — **ক**

১১৯. শুদ্ধ রূপটি দেখান–
ⓚ সাহিত্য ও সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
ⓛ সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
ⓜ সাহিত্য ও সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
ⓝ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান — **ঘ**

১২০. 'অতএব, আপনার নিকট বিনীত বাক্যে প্রার্থনা এই, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার পরিবারবর্গের নিকট এই সংবাদ পাঠাইয়া দিবেন।' এই বাক্যে নিচের কোন ধরনের অসংগতি লক্ষ করা যায়?
ⓚ দূরান্বয় দোষ ⓛ অতি বিনয়ের প্রকাশ
ⓜ বচনের ভুল প্রয়োগ ⓝ আসত্তি গুণ পূরণ না হওয়া — **গ**

১২১. কোনটি শুদ্ধ?
ⓚ আমার বড় দূরাবস্থা ⓛ আমার বড় দুরবস্থা
ⓜ আমার বড় দূরবস্থা ⓝ আমার বড় দূরাবস্থা — **খ**

Home Work

১. বাংলা একাডেমির 'প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম' কত সালে প্রণীত হয়? [৪৬তম বিসিএস]
ⓚ ১৯৯০ ⓚ ১৯৯২
ⓖ ১৯৯৪ ⓖ ১৯৯৬ ❶ঘ

ⓚ ১৯৯০ | ⓑ ১৯৯২ | ⓖ ১৯৯৪ | ⓓ ১৯৯৬ — উত্তর: ঘ

২. কোন বানানটি শুদ্ধ? [৪৬তম বিসিএস]
ক মুলো খ মুলা গ ধুলি ঘ ধূলো — উত্তর: খ

৩. শুদ্ধ বানান গুচ্ছ কোনটি? [৪৫তম বিসিএস]
ক শিরশ্ছেদ, দরিদ্রতা, সমীচীন
খ শিরোশ্ছেদ, দারিদ্র্য, সমীচিন
গ শিরঃশ্ছেদ, দরিদ্রতা, সমিচীন
ঘ শিরচ্ছেদ, দরিদ্রতা, সমীচীন
উত্তর: ক

৪. 'সুনামীর তান্ডবে অনেকেই সর্বশান্ত হয়েছে।' – বাক্যটিতে কয়টি ভুল আছে? [৪৫তম বিসিএস]
ক একটি খ দুটি
গ তিনটি ঘ ভুল নেই
উত্তর: গ

৫. ধ্বনিতত্ত্ব ও শব্দতত্ত্বকে বাক্যে যথাযথভাবে ব্যবহার করার বিধানের নামই– [৪১তম বিসিএস]
ক রসতত্ত্ব খ রূপতত্ত্ব
গ বাক্যতত্ত্ব ঘ ক্রিয়ার কাল
উত্তর: গ

৬. কোনটিতে অপপ্রয়োগ ঘটেছে? [৩৬তম বিসিএস]
ক জবাবদিহি খ মিথস্ক্রিয়া
গ একত্রিত ঘ গৌরবিত
উত্তর: গ

৭. শুদ্ধ বাক্যটি চিহ্নিত করুন– [১২তম বিসিএস]
ক বিদ্যান ব্যক্তিগণ দরিদ্রের শিকার হন
খ বিদ্যান ব্যক্তিগণ দারিদ্রতার শিকার হন
গ বিদ্বান ব্যক্তিগণ দারিদ্র্যের শিকার হন
ঘ বিদ্যান ব্যক্তিগণ দরিদ্যতার স্বীকার হন
উত্তর: গ

৮. কোনটি শুদ্ধ বাক্য? [১১তম বিসিএস]
ক একটি গোপনীয় কথা বলি
খ একটি গোপন কথা বলি
গ একটি গোপন কথা বলি
ঘ একটি গুপ্ত কথা বলি
উত্তর: ক

৯. শুদ্ধ বাক্য কোনটি? [১০তম বিসিএস; অগ্রণী ব্যাংক, সিনিয়র অফিসার (বাতিল): ১৭]
ক দুর্বলশত অনাথিনী বসে পড়ল
খ দুর্বলতাবশত অনাথিনী বসে পড়ল
গ দুর্বলতাবশত অনাথা বসে পড়ল
ঘ দুর্বলবশত অনাথা বসে পড়ল
উত্তর: গ

১০. সঠিক বানান নয় কোনটি? [৪২তম বিসিএস (বিশেষ)]
ক ধরণি খ মূর্ছা
গ গুণ ঘ প্রাণী
উত্তর: ঘ

১১. কোনটি শুদ্ধ নয়? [৪২তম বিসিএস (বিশেষ)]
ক যন্ত্রনা খ শূদ্র
গ সহযোগিতা ঘ স্বতঃস্ফূর্ত
উত্তর: ক

১২. কোন বানানটি শুদ্ধ? [৪১তম বিসিএস]
ক পুরস্কার খ আবিস্কার
গ সময়পোযোগী ঘ স্বত্ব
উত্তর: ঘ

১৩. কোন বানানটি শুদ্ধ? [৪১তম বিসিএস]
ক মনোকষ্ট খ মনঃকষ্ট
গ মণকষ্ট ঘ মনকস্ট
উত্তর: খ

১৪. কোনটি শুদ্ধ বানান? [৪০তম বিসিএস]
ক প্রজ্বল খ প্রোজ্জল
গ প্রোজ্বল ঘ প্রোজ্জ্বল
উত্তর: ঘ

১৫. কোন বানানটি শুদ্ধ? [প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক (গোলাপ)- ২০১৯; [বা.কৃ.উ.ক, (সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা)'২২; শি.নি.প্র.প. (শিক্ষক) (স্কুল)'২২; স.অ. (ইউনিয়ন সমাজকর্মী)'২২; বা.প.বি.বো. (সচিব/সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)'২১; আ. র.প্র.নি.দ. (অফিস সহায়ক)'২০; বি.ম. (উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)'১৯; প্রাথমিক (সহকারী শিক্ষক) (১ম ধাপ)'১৯; বি.ম. (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)'১৯; স্বা.প.ক.ম. (কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার)'১৮; প্রাক-প্রাথমিক (সহকারী শিক্ষক) (মুক্তিযোদ্ধা কোটা) ২০১৬; ম.হি.নি.নি.কা. (অডিটর)'১৪; প্রাথমিক (সহকারী শিক্ষক)'১০]
ক মুমূর্ষু খ মুমুর্ষু
গ মূমূর্ষু ঘ মূমুর্ষু
উত্তর: ক

১৬. কোন শব্দটি শুদ্ধ বানানে লেখা হয়েছে? [৩৮তম বিসিএস]
[মা.উ.শি.অ.(অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)'২২; প্রাথমিক (সহকারী শিক্ষক) [১ম পর্যায়] ২০২০; বা.বে.বি.চ.ক. (এরোড্রাম ফায়ার লীডার)'২১; কা.শি.অ. (ক্রাফট ইনস্ট্রাকটর (সপ/টিআর/ইলেকট্রনিক্স/টেক/ল্যাব)'২১; কা.শি.অ. (বিভিন্ন পদ)'২১; প্রাথমিক (সহকারী শিক্ষক) (৩য় ধাপ)'১৯]
ক শূণ্য খ ত্রিভুজ
গ পূন্য ঘ ভূবন
উত্তর: খ

১৭. কোনটি শুদ্ধ বানান? [৩৮তম বিসিএস]
ক স্বায়ত্ত্বশাসন খ সায়ত্তশাসন
গ সায়ত্ত্বশাসন ঘ স্বায়ত্বশাসন

ব্যাখ্যা: উল্লিখিত অপশনগুলোর প্রত্যেকটি বানানই ভুল। সঠিক বানান হলো– স্বায়ত্তশাসন।

১৮. "পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের পরিবেশ এত অপরিস্কার"! –বাক্যটির নিম্নরেখ পদে ষ/ স ব্যবহারে– [৩৫তম বিসিএস]
ক প্রথমটি অশুদ্ধ, দ্বিতীয়টি শুদ্ধ
খ প্রথমটি শুদ্ধ, দ্বিতীয়টি অশুদ্ধ
গ দুটোই অশুদ্ধ
ঘ দুটোই শুদ্ধ
উত্তর: গ

১৯. কোনটি শুদ্ধ শব্দ? [৩৫তম বিসিএস]
ক স্বশুর খ শ্বসুর
গ শশুর ঘ শ্বশুর
উত্তর: ঘ

২০. কোন বানানটি শুদ্ধ নয়? [৩৩তম বিসিএস]
ক দরিদ্রতা খ উপযোগিতা
গ শ্রদ্ধাঞ্জলি ঘ উর্দ্ধ
উত্তর: ঘ

২১. কোন বানানটি শুদ্ধ? [৩৩ তম বিসিএস]
ক পিপিলিকা খ পিপীলিকা
গ পীপিলিকা ঘ পিপিলীকা
উত্তর: খ

২২. কোনটি শুদ্ধ বানান? [৩২তম বিসিএস]
ক আকাংখা খ আকাঙ্ক্ষা
গ আকাঙ্খা ঘ আকাংক্ষা
উত্তর: খ

২৩. কোন বানানটি শুদ্ধ? [৩২তম বিসিএস]
ক পাষাণ খ পাষান
গ পাসান ঘ পাশান
উত্তর: ক

২৪. কোনটি শুদ্ধ বানান? [২৫তম বিসিএস]
(ক) দন্দ (খ) দ্বন্দ
(গ) দ্বন্দ্ব (ঘ) দন্ব
উত্তর: গ

২৫. কোন বানানটি শুদ্ধ? [২১তম বিসিএস]
(ক) সূচিস্মিতা (খ) সুচিস্মিতা
(গ) সূচীস্মিতা (ঘ) শুচিস্মিতা
উত্তর: ঘ

২৬. শুদ্ধ বানানের শব্দগুচ্ছ সনাক্ত করুন– [২৩তম বিসিএস]
(ক) ভবিষ্যত, ভৌগলিক, যক্ষ
(খ) যশলাভ সদ্যোজাত, সম্বর্ধনা
(গ) স্বায়ত্তশাসন, অভ্যন্তর, জন্মবার্ষিক
(ঘ) ঐক্যতান, কেবলমাত্র, উপরোক্ত
উত্তর: গ

২৭. কোন বানানটি শুদ্ধ? [২০তম বিসিএস; বেপজা (BEPZA)-এর সহকারী ব্যবস্থাপক- ২০২১]
(ক) শুশ্রুষা (খ) সুশ্রুষা
(গ) শুশ্রূষা (ঘ) সুশ্রুসা
উত্তর: গ

২৮. কোন বানানটি শুদ্ধ? [১৮তম বিসিএস/প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক- ২০১৯; বস্ত্র অধিদপ্তরের অফিস সহায়ক পরীক্ষা-২০২৪, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ (পোস্টম্যান/রানার/অফিস সহায়ক)-২০২৪; বাংলাদেশ জুট মিল করপোরেশনের অফিসার: ১৯; প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহকারী পরিচালক পদে নিয়োগ পরীক্ষা: ২০১৮; [বা.প.উ.এ.(সহকারী পরিচালক)'২২; বি.ম. (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)'২২; ডা.জী.বী. (সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর)'২২; প.ম. (সহকারী পরিচালক)'২৩; বা. প.বি.বো. (সহকারী এনফোর্সমেন্ট কো-অর্ডিনেটর)'২১; মা.নি.অ. (অফিস সহায়ক)'২০; সা.তৃ.ক্যা.অ. ঢা.সে. (অফিস সহায়ক)'২০; শি.নি.প্র. (শিক্ষক) (স্কুল)'১৯; প্রা.গ.ম. (সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার (ATEO)'১৫; প্রাথমিক (সহকারী শিক্ষক) (২য় ধাপ)'১৯; ত.ম.চ.প্র.অ. (ক্যামেরাম্যান)'১৯; স.বি.ম. (উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)'১৯; শি.ম. শি.প্র. অ. (সহকারী প্রকৌশলী (পুর)'১৯]
(ক) সমীচীন (খ) সমিচীন
(গ) সমীচিন (ঘ) সমিচিন
উত্তর: ক

২৯. শুদ্ধ বানানটি নির্দেশ করুন– [১৫তম বিসিএস; বাংলাদেশ জুট মিল করপোরেশনের অফিসার: ২০১৭]
(ক) মুহুর্মুহ (খ) মূহুর্মুহ
(গ) মুর্হুমূর্হ (ঘ) মুর্হুমুহ
উত্তর: ক

৩০. কোন বানানটি শুদ্ধ? [১৪তম বিসিএস; বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড-এর সহকারী ব্যবস্থাপক (ট্রেইনি জেনারেল): ২০২১]
(ক) বিভিসীকা (খ) বিভীষিকা
(গ) বীভিষিকা (ঘ) বীভিষীকা
উত্তর: খ

৩১. শুদ্ধ বাক্য নয় কোনটি? [৪২তম বিসিএস (বিশেষ)]
(ক) বিদ্বান হলেও তার কোনো অহংকার নেই।
(খ) ইশ! যদি পাখির মত পাখা পেতাম।
(গ) অকারণে ঋণ করিও না।
(ঘ) হয়তো সোহমা আসতে পারে।
উত্তর: গ

৩২. ণ-ত্ব বিধি সাধারণত কোন শব্দে প্রযোজ্য? [২১তম সিসিএস]
(ক) দেশি (খ) বিদেশি
(গ) তৎসম (ঘ) তদ্ভব
উত্তর: গ

৩৩. নিত্য মূর্ধন্য– 'ষ' কোন শব্দে বর্তমান? [২৪তম বিসিএস/২০তম বিসিএস; খাদ্য অধিদপ্তরের উপ- খাদ্য পরিদর্শক-১৯.১১.২১]
(ক) কষ্ট (খ) উপনিষৎ
গ. কল্যাণীয়েষু (ঘ) আষাঢ়
উত্তর: ঘ

৩৪. নিচের কোন বানানগুচ্ছ সঠিক? [বাংলাদেশ রেলওয়ে (বুকিং সহকারী)- ২৪]
(ক) মুহর্মুহ, ব্যাতয়, মৃত্যুত্তীর্ণ
(খ) মুহুর্মুহু, ব্যাত্যয়, মৃতুত্তীন
(গ) মুহুর্মুহু, ব্যত্যয়, মৃত্যুত্তীর্ণ
(ঘ) মূহুর্মুহ, ব্যত্যয়,মৃত্যুত্তীর্ণ
উত্তর: গ

৩৫. কোন বানানটি শুদ্ধ? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (সহকারী এনফোর্সমেন্ট কো-অর্ডিনেটর) - ২০২৪]
(ক) নুন্যতম (খ) নূন্যতম
(গ) ন্যূনতম (ঘ) ন্যুনতম
উত্তর: গ

৩৬. নিচের কোনটি অশুদ্ধ বানান? [জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ হিসাব সহকারী - ২০২৪]
(ক) কুল (খ) কূল
(গ) উচিৎ (ঘ) ভবিষ্যৎ
উত্তর: গ

৩৭. নিচের কোনটি অশুদ্ধ বানান [জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ হিসাব সহকারী -২০২৪]
(ক) প্রতিযোগী (খ) প্রতিযোগীতা
(গ) ভীরু (ঘ) সুশীল
উত্তর: খ

৩৮. নিচের কোন বানানটি সঠিক [জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ হিসাব সহকারী -২০২৪]
(ক) পুরষ্কার (খ) পরিষ্কার
(গ) সুষ্ঠ (ঘ) সুষ্ঠু
উত্তর: ঘ

৩৯. নিচের কোনটি অশুদ্ধ বানান [জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ হিসাব সহকারী -২০২৪]
(ক) প্রতিষ্ঠা (খ) ভূমিষ্ঠ
(গ) অষ্টম (ঘ) আশ্চর্য
উত্তর: খ

৪০. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? [জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ হিসাব সহকারী -২০২৪]
(ক) ইতিপূর্বে (খ) ইতোপূর্বে
(গ) ইতিমধ্যে (ঘ) ইতোমধ্যে
উত্তর: ঘ

৪১. শুদ্ধ বানানের গুচ্ছ কোনটি? [বাংলাদেশ রেলওয়ে টিকিট কালেক্টর-২০২৪]
(ক) শিরোশ্চেদ, দারিদ্র, সমীচিন
(খ) শিরঃশ্ছেদ, দরিদ্রতা, সমীচীন
(গ) শিরশ্ছেদ, দরিদ্রতা, সমীচীন
(ঘ) শিরচ্ছেদ, দরিদ্রতা, সমীচীন
উত্তর: গ

৪২. কোনটি অশুদ্ধ? [হোম ইকোনমিস্ট (নিপোর্ট পদের পরীক্ষা)-২০২৪]
(ক) বুদ্ধিজীবী (খ) অন্তর্লীন
(গ) উপাচার (ঘ) তেজক্রিয়তা
উত্তর: গ

৪৩. নিচের কোনটি বানানটি সঠিক? [ম.হি.নি.কা. (জুনিয়র অডিটর)'২২]
(ক) পরিষ্কার (খ) পরিস্কার
(গ) পরিশকার (ঘ) পরি:স্কার
উত্তর: ক

৪৪. নিম্নের কোন বানানটি শুদ্ধ? [বা.প.উ.বো. (উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা) '২২]
(ক) কল্যানীয়েসু (খ) কল্যাণীয়েষু
(গ) কল্যানীয়েষু (ঘ) কল্যাণিয়েসু
উত্তর: খ

৪৫. কোনটি শুদ্ধ? [ব.অ. (জুনিয়র ওয়াইল্ড লাইফ স্কাউট) '২২]
(ক) কিংকর্তব্যবিমূঢ় (খ) মুমুর্ষু
(গ) মুহুর্ত (ঘ) সমিচীন
উত্তর: ক

৪৬. কোন বানানটি শুদ্ধ? [স্বা.স.প্র.অ. (কার্যসহকারী) '২৩]
(ক) মহিয়াস (খ) মহীয়সী
(গ) মহিয়সী (ঘ) মহীয়সি
উত্তর: খ

৪৭. শুদ্ধ বানান কোনটি? [বা.অ.নৌ.ক. (অফিস সহ. কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক) '২২]
(ক) সমিকরন (খ) সমিকরণ
(গ) সমীকরন (ঘ) সমীকরণ
উত্তর: ঘ

৪৮. কোন বানানটি শুদ্ধ? [বা.প.উ.বো. (উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা) '২২; স্বা.অ. (কম্পাউন্ডার) '২২; প্রা.প্রা. (সহকারী শিক্ষক) '১৫; প্রাথমিক (সহকারী শিক্ষক) '১০; প্রা.বি. (প্রধান শিক্ষক) '০৯; প্রাথমিক (সহকারী শিক্ষক) '০৭]
(ক) নিশীথ (খ) নিশিথ
(গ) নীশিথ (ঘ) নীশীথ
উত্তর: ক

৪৯. কোনটি শুদ্ধ বানান? [রে.বে. প্রা. (শিক্ষক)'১১]
(ক) শৌজন্য (খ) সৌজন্যতা
(গ) সৌজন্য (ঘ) সৌজন্নতা
উত্তর: গ

৫০. কোনটি শুদ্ধ বানান? [প্রাথমিক (সহকারী শিক্ষক) '১২]
(ক) অন্বেষণ (খ) অন্বেষন
(গ) অন্বেশন (ঘ) অন্বেশণ
উত্তর: ক

৫১. কোনটি শুদ্ধ বানান? [কা.শি.অ. (ফিজিক্যাল এডুকেশন ইনস্ট্রাক্টর)'২৩]
ক) ব্যকুল খ) ব্যাকুল
গ) ব্যাকূল ঘ) ব্যকূল **খ**

৫২. শুদ্ধ বানান কোনটি? [পো.জে.উ. (রাজশাহী) (উচ্চমান সহকারী)'২২; প্রাথমিক (সহকারী শিক্ষক)'০৭]
ক) অধোগতি খ) অধঃগতি
গ) অধগতি ঘ) অধোঃগতি **ক**

৫৩. শুদ্ধ বানান কোনটি? [ডা.জী.বী. (সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর) '২২; বি.ম. (প্রশাসনিক কর্মকর্তা)'১৯; অ. ম.জা.স.প. (সহকারী পরিচালক)'০৯]
ক) গীতাঞ্জলী খ) গীতাঞ্জলি
গ) গিতাঞ্জলী ঘ) গিতাঞ্জলি **খ**

৫৪. কোনটি শুদ্ধ বানান? [বা.প.বি.বো. (কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক কাম-অফিস সহকারী) '২৩]
ক) শ্রদ্ধাঞ্জলি খ) শ্রদ্ধাঞ্জলী
গ) শ্রদ্ধঞ্জলি ঘ) কোনোটিই নয় **ক**

৫৫. ণ-ত্ব বিধি অনুসারে কোন বানানটি শুদ্ধ?[শি.নি.প্র.প. (শিক্ষক) (স্কুল)'২২]
ক) পূর্বাহ্ণ খ) মধ্যাহ্ণ
গ) অপরাহ্ন ঘ) সায়াহ্ণ **ক**

৫৬. কোনটি শুদ্ধ বানান? [বা.প.বি.বো. (কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক কাম-অফিস সহকারী) '২৩; প্রাথমিক (সহকারী শিক্ষক)'১২; প্রাথমিক (সহকারী শিক্ষক)'০৮]
ক) নীরিক্ষণ খ) নিরীক্ষন
গ) নিরীক্ষণ ঘ) নীরীক্ষণ **গ**

৫৭. নীচের কোন বানানটি শুদ্ধ নয়? [যু. উ.অ. (সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা)'২২]
ক) বর্ষণ খ) মুমূর্ষু্ং
গ) কাষ্ঠ ঘ) মাষ্টার **ঘ**

৫৮. নিচের কোন বানানটি অশুদ্ধ? [ক.জে.ডি.ফা. (জুনিয়র অডিটর (এলডিএ কাম-টাইপিস্ট)'২২]
ক) বাণী খ) শূণ্য
গ) অরণ্য ঘ) লবণ **খ**

৫৯. কোন বানানটি শুদ্ধ? [বা.প.উ.বো. (সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা)'২৩; স্থা.স.বি. (উপ-সহকারী প্রকৌশলী/নকশাকার)'১৯; বা.কো.গা./কৃ.প্র.এ (নার্স)'১৯; ফা.সা.সি.ডি. (ফোরম্যান)'১৯; প্রাথমিক (সহকারী শিক্ষক) (৪র্থ ধাপ)'১৯; শি.ম.অ.কা.শি.অ. (জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (ইলেক্ট্রনিক্স, পাওয়ার, কম্পিউটার)'১৮; ক.জে.ডি. ফা. (অডিটর)'১৭; প্রা.প্রা. (সহকারী শিক্ষক)'১৪ (পুনঃগৃহীত ১৭ জেলা); প্রা. প্রা. (সহকারী শিক্ষক)'১৪]
ক) আভ্যন্তরীণ খ) আভ্যন্তরীন
গ) অভ্যন্তরীণ ঘ) অভ্যন্তরীন **গ**

৬০. কোনটি শুদ্ধ বানান? [স.জ.অ. (কার্য-সহকারী)'২২; আ.বি.স.বি.ম. (সাব-রেজিস্ট্রার)'১৬; প্রাথমিক (সহকারি শিক্ষক)'০৮; রে.বে.প্রা. (শিক্ষক)'১১]
ক) শারীরীক খ) শারীরিক
গ) শারিরিক ঘ) শারিবীক **খ**

৬১. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? [রাজউক (ইমারত পরিদর্শক)'২২]
ক) অশরীরি খ) অশরিরী
গ) অশরিরি ঘ) অশরীরী **ঘ**

৬২. কোনটি শুদ্ধ বানান? [ক.অ.জে. (সিনিয়র অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক)'২২; প্রা.বি. (প্রধান শিক্ষক) '০৯]
ক) সর্বাঙ্গীণ খ) সর্ব্বাঙ্গীন
গ) সর্বাঙ্গীন ঘ) সর্বাঙ্গিণ **ক**

৬৩. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ নয়? [কা.শি.অ. (ফিজিক্যাল এডুকেশন ইন্সট্রাক্টর) ২০২৩]
ক) বন্দ্যোপাধ্যায় খ) পঙ্ক
গ) চট্টোপাধ্যায় ঘ) সংশয় **গ**

৬৪. কোন বানানটি শুদ্ধ? [বা.নি.ক. (অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক) '২৩; ফা.সা. সি.ডি.অ. (স্টেশন অফিসার)'২২]
ক) প্রণয়ণ খ) প্রনয়ন
গ) প্রনয়ণ ঘ) প্রণয়ন **ঘ**

৬৫. কোনটি সঠিক বানান? [বা.প.উ.বো. (হিসাবরক্ষক)'২২]
ক) পরিবেজ্য খ) পারিব্রজ্য
গ) পারিব্রর্জ ঘ) পারিব্রর্জ্য **খ**

৬৬. কোন বানানটি অশুদ্ধ? [বি.ম. (প্রশাসনিক কর্মকর্তা)'২২]
ক) শ্রদ্ধাঞ্জলী খ) চাকচক্য
গ) মোহনা ঘ) যুবতী **ক**

৬৭. কোন বানানটি শুদ্ধ? [প.অ. (অফিস সহায়ক)'২৩; প্রাথমিক (সহকারী শিক্ষক) (৩য় ধাপ)'১৯; স্থা.স.বি.(সহকারী প্রকৌশলী (পুর)'১৯; প.ত.বা.অ. (পরিসংখ্যান কর্মকর্তা)'১৭; প্রা.গ. ম. (পিটিআই জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (টেক)'১৬]
ক) অথিতি খ) অতীথি
গ) অতিথি ঘ) অতিথী **গ**

৬৮. কোনটি শুদ্ধ বানান? [প.ম. (সহকারী সাইফার কর্মকর্তা)'২২]
ক) সান্তনা খ) সমিচীন
গ) ইতিমধ্যে ঘ) সান্ত্বনা **ঘ**

৬৯. কোনটি শুদ্ধ বানান? [ত.স.ম.অ.বা.টে (উপ-সহকারী প্রকৌশলী/স্টুডিও যন্ত্রবিদ) '২৩]
ক) আশিস খ) আশীষ
গ) আশীস ঘ) আশিষ **ক**

৭০. কোনটি শুদ্ধ বানান? [স্থা.স.প্র.অ. (কার্যসহকারী)'২৩; প্রা.বি. (প্রধান শিক্ষক)'০৯]
ক) ঈন্দ্রীয় খ) ঈন্দ্রিয়
গ) ইন্দ্রিয় ঘ) ইন্দ্রীয় **গ**

৭১. কোন বানানটি শুদ্ধ? [শি.নি.প্র.প. (শিক্ষক) (স্কুল)'২২]
ক) স্বায়ত্ত্বশাসন খ) শ্রদ্ধাঞ্জলী
গ) দারিদ্র্যতা ঘ) উপর্যুক্ত **ঘ**

৭২. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? [কা.শি.অ. (ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টর (সপ/টিআর/ইলেক্ট্রনিক্স/টেক/ল্যাব)'২১; প. প.অ. (পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা)'২৩]
ক) জেষ্ঠ্য খ) জ্যেষ্ঠ্য
গ) জ্যেষ্ঠ ঘ) জ্যাষ্ঠ **গ**

৭৩. 'জিহ্বা' শব্দের উচ্চারণ- [পিএসসি (সিনিয়র স্টাফ নার্স)'২৩]
ক) জিওবা খ) জিব্বা
গ) জিবহা ঘ) জিউভা **ঘ**

৭৪. শব্দের আভিধানিক অর্থকে কী বলে?[বা.নি.ক. (অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)'২৩; যু.উ.অ. (সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা)'২২]
ক) লক্ষ্যার্থ খ) বাচ্যার্থ
গ) সরলার্থ ঘ) গৌণার্থ **খ**

৭৫. 'অনু' এবং 'অণু' এই শব্দে দুটির মধ্যে তফাত কোন ক্ষেত্রে? [যু.উ.অ. (সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা)'২২]
ক) বানানে খ) উচ্চারণে
গ) অর্থে ঘ) বানান ও অর্থে **গ**

৭৬. নিচের কোন শব্দে ণত্ব বিধান অনুসারে ণ -এর ব্যবহার হয়েছে? [খাদ্য অধিদপ্তরের উপ- খাদ্য পরিদর্শক-১৯.১১.২১]
ক) নিক্বণ খ) লবণ
গ) কল্যাণ ঘ) ব্যাকরণ **ঘ**

৭৭. 'কণিকা' শব্দের 'ণ' বসেছে কোন নিয়মে? [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে/বিভাগ/অধিদপ্তরের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (মুক্তিযোদ্ধা কোটা) পদে নিয়োগ পরীক্ষা: ২০১৮]
ক) 'ক' এর পরে 'ণ' বসে
খ) 'ক' এর পূর্বে 'ণ' বসে
গ) ক এবং ক এর মাঝে 'ণ' বসে
ঘ) স্বভাবতই 'ণ' বসেছে **ঘ**